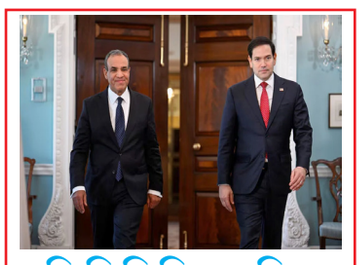

ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূখণ্ডেই থাকতে দিতে হবে: মিশর

সারে-জমিন

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে বেআইনি পুকুর ভরাট রুখল প্রশাসন

রূপসী বাংলা

ট্রাম্প কি 'রোমান সাম্রাজ্য' গড়ার পথে হাঁটছেন

সম্পাদকীয়

শবেবরাত কী, এ রাতের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা

দাওয়াত

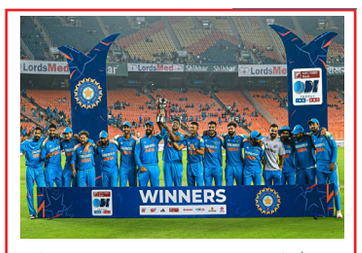

ইংল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করল ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
৩০ মাঘ ১৪৩১
১৪ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 43 ■ Daily APONZONE ■ 13 February 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বাজেটে বৃদ্ধি ৪ শতাংশ ডিএ, নতুন প্রকল্প 'নদীবন্ধন'

আপনজন ডেস্ক: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্য বাজেট পেশ করল বিধানসভায়। বুধবার বিধানসভায় বাজেট বক্তৃতা পেশ করেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বাজেট অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৯৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে । এদিন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজ্যের যে বাজেট পেশ করেন সেখানে পরিকাঠামো, সামাজিক সুরক্ষা, সার্বিক কল্যাণ ও কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা, ভাঙন রোধে নতুন প্রকল্প 'নদীবন্ধন'-এ ২০০ কোটির তহবিল, পথশ্রী প্রকল্পে গ্রামীণ উন্নয়নে বরাদ্দ ১৫০০ কোটি, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বরাদ্দ ৯,৬০০ কোটি, গঙ্গাসাগর সেতু ও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ক্ষেত্রে ৫০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন দেওয়ার জন্য বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা, ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতে, বিদ্যালয় শিক্ষায় ৪১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, স্বাস্থ্যে বরাদ্দ ২১ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা, কর্মশ্রী প্রকল্পে ৬১ কোটি শ্রমদিবস তৈরি, চা-শিল্পে কৃষি আয়কর ছাড়ের মেয়াদ বাড়ল ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত। বাজেটে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগে ব্যয় বরাদ্দ ২,৪২৩,৮০ কোটি টাকা যা গতবছর ছিল ২,২৭০,৩০ কোটি টাকা। সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ৫,৬০২,২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । ৬০০টি স্মার্ট ক্লাসরুম, ১০০টি ডিজিটাল ল্যাবরেটরি এবং ৭৬টি মাদ্রাসায় সায়েন্স ল্যাবরেটরি মানোন্নয়নের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক পরিসংখ্যান তুলে ধরে NAAC থেকে B+ Accreditation অর্জন করার বিষয়টি বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে।

গতবারের তুলনায় সংখ্যালঘু বাজেট বৃদ্ধি ৭২ কোটি

রাজ্যে সংখ্যালঘু খাতে অর্থ বরাদ্দ ৫,৬০২ কোটি টাকা

সুলেখা নাজনিন ● কলকাতা

আপনজন: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের রাজ্যে বাজেটে সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ বাড়ল ৭২ কোটি টাকারও বেশি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বুধবার অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫,৬০২.২৯ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ ছিল ৫৫৩০.৬৫ কোটি টাকা। আর ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ ছিল ৫১১৬.৯৯ কোটি টাকা। বুধবার ২০২৪-২৫অর্থ বর্ষের বাজেটে বরাদ্দের জন্য দাবিসমূহের অন্তর্গত দফতর ওয়ারি প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ পুস্তিকায় সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের সবিস্তার তথ্য দেওয়া হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রধান খাতে ২০২৪-২৫ বর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা হয় ৫০ কোটি ৫২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। ২০২৪-২৫ বর্ষে তা করা হয়েছে ৫২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের জন্য ১৬২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের জন্য ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। ২০২৪-২৫ বর্ষে জেলায় সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের হস্টেল নির্মাণের জন্য বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। তা বাড়িয়ে ২০২৫-২৬ বর্ষে করা হয়েছে ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ট্যালেন্ট সাপোর্ট খাতে ও কম্পিউটারাইজেশনের জন্যও বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। গত অর্থবর্ষে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ১২০১ কোটি টাকা। এবার তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৪৮২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের স্কুল ইউনিফর্ম, জুতোর জন্য বরাদ্দ ৮০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৮ কোটি টাকা করা হয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্রীদের উৎসাহ ভাতা খাতে এবার ২ কোটি টাকা বাড়িয়ে ২২ কোটি টাকা করা হয়েছে। উর্দু ভাষার প্রসারের জন্যও বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। উর্দু ভাষার প্রসারের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এবার তা বাড়িয়ে ১৯ কোটি ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। জৈন সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের বৃত্তির জন্য এবারও ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আন এডেড মাদ্রাসায় বিজ্ঞান সামগ্রী সহ সহায়তায় জন্য ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পাহাড়িয়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের জন্য গত অর্থবর্ষে বরাদ্দ ছিল ১৬২ কোটি ৮৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। এবার তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২২১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। ওয়াকফ বিল্ডিংয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে ২১ কোটি টাকা। সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জন্য ৪২, কারমাইকেল ও বেকার হস্টেলের সংস্কার ও বর্ধিতকরণের জন্য ৬৩ লক্ষ টাকা। সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের সাইকেল দেওয়ার জন্য গত বছর রিভাইসড বাজেট বরাদ্দ ছিল ২২০ কোটি টাকা। এবার তা একই রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির জন্য ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি ৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য গত অর্থ বর্ষে বরাদ্দ ছিল ১০৫ কোটি টাকা। রিভাইসড বাজেটে তা করা হয় ৭৫ কোটি টাকা। এবার তা করা হল ৯৬ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের জন্য বরাদ্দ কমিয়ে ৭৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা থেকে করা হয়েছে ৫০ লক্ষ ২ হাজার টাকা। গত অর্থবর্ষে পরিত্যক্ত মুসলিম মহিলাদের আবাসন সহ বিভিন্ন খাতে ৩২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। রিভাইসড বাজেটে তা কমিয়ে করা হয়েছিল ৫৫ কোটি টাকাল ২০২৫-২৬ বর্ষে তা করা হয়েছে ২৭২ কোটি টাকা।

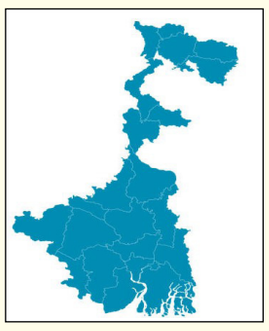

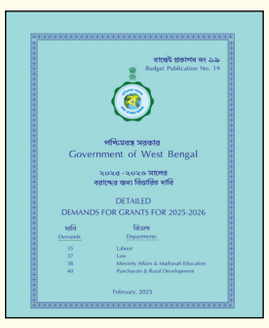

২০২৫-২৬ বর্ষে

▶ সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ৫৬০২.২৯ কোটি টাকা।

২০২৪-২৫ বর্ষে

▶ সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৫৫৩০.৬৫ কোটি টাকা।

বাজেট ২০২৫-২৬: সংখ্যালঘু বরাদ্দ

▶ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা।
▶ আন এডেড মাদ্রাসার সহায়তায় জন্য ১১০ কোটি টাকা।
▶ পশ্চিমবঙ্গ পাহাড়িয়া মাইনোরিটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের জন্য ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।
▶ রাজ্য হজ কমিটির জন্য ৩ কোটি ৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা।
▶ ওয়াকফ বোর্ডের জন্য ২২১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। ওয়াকফ বিল্ডিংয়ের জন্য ২১ কোটি টাকা।
▶ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের জন্য ১৬২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।
▶ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জন্য ৪২ কোটি টাকা।
▶ সরকার পোষিত মাদ্রাসাগুলির জন্য ৭৮২ কোটি ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা।
▶ সংখ্যালঘু শিক্ষা উন্নয়নে ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে (কেন্দ্রীয় সহায়তা সহ) ২৯৮৭ কোটি ৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা।
▶ সংখ্যালঘু প্রকল্পে বিভিন্ন এনজিও-র জন্য ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।
▶ জেলায় সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের হস্টেল নির্মাণের জন্য ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা।
▶ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ট্যালেন্ট সাপোর্ট প্রকল্পে ১৪৮২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।
▶ গ্রামীণ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ট্যালেন্ট সাপোর্ট প্রকল্পে ১৪৮২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।
▶ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের জন্য ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা।
▶ দ্বিতীয় হজ হাউসের জন্য ২২কোটি ৫ লক্ষ টাকা।
▶ সংখ্যালঘু ভবনের জন্য ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।
▶ মাদ্রাসায় ছাত্রীদের উৎসাহ ভাতা ২২ কোটি টাকা। ।
▶ উর্দু ভাষার প্রসারে ১৯ কোটি ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
▶ কারমাইকেল ও বেকার হস্টেল সংস্কার ও বর্ধিতকরণের জন্য ৬৩ লক্ষ টাকা।
▶ জৈন সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীর বৃত্তির জন্য ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
▶ আন এডেড মাদ্রাসায় বিজ্ঞান সামগ্রীর জন্য ১০০ কোটি টাকা।
▶ প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের স্কুল ইউনিফর্ম, জুতোর জন্য ৮৮ কোটি টাকা।
▶ সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের সাইকেল বিলির জন্য ২২০ কোটি টাকা।
▶ সংখ্যালঘুদের মাল্টি সেক্টরাল উন্নয়ন প্রকল্পে ১৫৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

*আপনজন গ্রাফিক্স

রাজ্য বাজেটে 'ভিশন' হল চাকরি: মুখ্যমন্ত্রী

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: এবারের বাজেটে আমার একটা 'ভিশন' রয়েছে। সেটা হল কর্মসংস্থান। বুধবার রাজ্য বাজেট পেশ হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে। পাশাপাশিই শহরের অর্থনীতিও পুষ্ট হবে। আমরা মেলবন্ধন করতে চাই।''

বাংলার ছেলেমেয়েরা যাতে রাজ্যেই কাজ পান, তাঁদের যাতে অন্যত্র যেতে না হয়, সে ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাংলার যোগ্যতাকে সম্মান দেওয়া হয় না।''

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পে কমিশনের টাকা-সহ এই ডিএ। ভবিষ্যতে আরও পাবেন। আমরা সবটাই ক্লিয়ার করব।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ৯৪টি স্কিম আছে আমাদের। আমরা কথা দিলে কথা রাখি। আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র।

লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ৫০ হাজার কোটি টাকা খরচ হয় রাজ্যের। আমাদের থেকে টুকলি করে অনেক রাজ্য এটা চালু করেছে। আবার কেউ কেউ বন্ধও করে দিয়েছে। অনেকে অনেক শর্ত রাখে। আমাদের লক্ষীর ভাণ্ডার ইউনিভার্সাল। ১২ কোটি মহিলা পায়। দুয়ারে সরকারে আরও কয়েক লক্ষ মেয়ে যুক্ত হয়েছে। প্রায় ৯ কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা পায়। ৮০ হাজার পড়ুয়া স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ঋণ পেয়েছে। ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ পান বার্ধক্য ভাতা। বিধবা ভাতা পেয়েছেন ২০ লক্ষের বেশি মহিলা। তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ৫২ লক্ষের বেশি স্মার্টফোন দেওয়া হবে। এছাড়া আমরা বই, পোশাক দিই বিনামূল্যে। ১৮ কোটি পড়ুয়া এতে উপকৃত হয়। ৬৮,০০০ মানুষকে কৃষি পেনশন দেওয়া হচ্ছে।

১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ চাকরি করছে এমএসএমই-তে।

বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে বিরোধীরা বারবার প্রশ্ন তোলে। সেই প্রসঙ্গে এদিন মমতা জানান, এবারের সম্মেলন বাদ দিয়ে আজ পর্যন্ত যতগুলো সম্মেলন হয়েছে, তাতে রাজ্য মোট ১৯ লক্ষ কোটি টাকা পেয়েছে। তার মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকার প্রজেক্ট শেষ হয়ে গিয়েছে। রূপশ্রী প্রকল্পের বাইরে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার শ্রমিকের পরিবার বিয়ের জন্য টাকা পেয়েছে।

অনুর্বর জমি আমরা উর্বর করেছি। রাজ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ পেঁয়াজ উৎপন্ন হচ্ছে।

ক্ষমতায় আসার পর ইলিশ মাছের রিসার্চ সেন্টার তৈরি করেছিলাম। তারপর থেকে আর ওপারের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

১ লক্ষ ছেলেমেয়ে কাজ পাবে দেউচা পচামিতে। ওখান থেকে কয়লা পেলে বিদ্যুতের দাম অনেক কমে যাবে।

শিল্প প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, ডেউচা-পাঁচামিতে যে পরিমাণ কয়লা মিলবে, তাতে আগামী ১০০ বছর বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের কোনও চিন্তা থাকবে না।

বানতলা চর্মনগরীতে ইতিমধ্যেই পাঁচ লক্ষ মানুষ কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন মমতা। পাশাপাশিই, যে পরিমাণ বিনিয়োগ সেখানে আসছে, তাতে অচিরেই আরও আড়াই লক্ষ কর্মসংস্থান হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে ছ'টি রাস্তা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে রাস্তাগুলির দু'ধারে গড়ে উঠবে শিল্প। রঘুনাথপুর-তাজপুর, ডানকুনি-ঝাড়গ্রাম, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি-কোচবিহার, খড়্গপুর-মোড়গ্রাম এবং পুরুলিয়া-জোকা-কলকাতা– এই ছ'টি করিডর তৈরির প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে এই ছ'টি রাস্তারই নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪,৪০০ কোটি টাকা। মমতার কথায়, 'রাস্তার কাজ হতে হতে যাবে। পাশাপাশিই চাকরিও হতে হতে যাবে।'

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা

DEVELOPED BY Next GENERATION

THE ECO PALACE

প্রেসিডেন্সি, আলিয়া, সেন্ট-জেভিয়ার্স, অ্যামিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি দু কিলোমিটারের মধ্যে। হাঁটা দূরত্বে ডিপিএস নিউটাউন স্কুল, ডিএলএফ-২, মেডিসিন শপ। TCS, গীতাঞ্জলী, Eco Space, মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে।

বিশ্ব বাংলা গেটের পাশেই

10 TOWERS
220+FLATS
2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE

সমস্ত আধুনিক সুবিধা

■ সুইমিং পুল ■ ক্লাব হাউস ■ জিম ■ ডক্টরস চেম্বার ■ চিলড্রেন্স পার্ক ■ লেডিস পার্ক ■ সিনিয়র সিটিজেন পার্ক ■ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ■ প্লে-স্কুল ■ ফ্যামিলি ক্যান্টিন ও সেলুন।

RERA Applied and Loan Facility available

CONTACT US
8910055804 | 8910306750 | 9007369234 | 9830405211
বালিগড়ি, ইউনিটেক আইটি সেজ, অ্যাকশন এরিয়া-II, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি | বেলুন সার্জারী | পেশমেকার

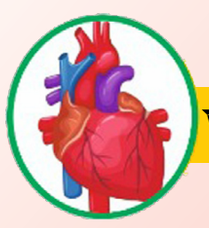

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

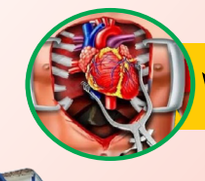

ওপেন হার্ট সার্জারি

● হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
● জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
● শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

ই-রিকশা ও টোটো চালকরা পরিচয়পত্র পাচ্ছেন এবার সল্টলেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নিউ টাউন

আপনজন: পুলিশ সূত্রে খবর নিউ টাউনে যত টোটো ও ই রিকশা চলে তাদের প্রত্যেককেই সচিত্র পরিচয়পত্র ও কালার ছবি জমা দিতে হবে। পুলিশের তরফ থেকে একটি পরিচয় পত্র দেওয়া হবে। যে পরিচয় পত্র এক কপি টোটোর গায়ে লাগানো থাকবে, এক কপি থাকবে পুলিশের কাছে এবং আর এক কপি যাবে পরিবহন দপ্তরে। পুলিশ সূত্রে খবর এই সমস্ত টোটো চালক ও রিক্সা চালকদের ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফাই করে দেখা হবে। যদি কারোর বিরুদ্ধে কোন পুরনো অপরাধমূলক কেস থাকে তাহলে তাদেরকে এই সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না এবং তারা টোটো ও ই রিকশা চালাতে পারবেন না।

পুলিশ সূত্রে খবর স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়াও বহু টোটো চালক যারা বাইরে থেকে এসে এখানে ভাড়া নিয়ে থাকছে এবং টোটো বা ই রিক্সা চালাচ্ছে। সেখানেই দাঁড়িয়ে কোন অপরাধ করে পালিয়ে গেলে তাদের কোন নতি বা ডকমেন্স পুলিশের কাছে থাকছে না। এবার যাতে এই সমস্ত টোটো চালক বা রিক্সা চালকদের দ্রুত আইডেন্টিফাই করা যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পড়ুয়াদের মিড ডে মিলে প্রোটিনজাত খাবার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পড়ুয়াদের মিড ডে মিলে প্রোটিনজাত খাবার তুলে দিতে অভিনব উদ্যোগ বাঁকুড়া শহরের কেন্দুয়াডিহি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। বর্তমানে স্কুলের মধ্যেই বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে চাষ করা হচ্ছে মাশরুম। যা ব্যবহারও হচ্ছে মিড ডে মিলে।

পড়ুয়ারা জানাচ্ছে স্কুলেই মাশরুম চাষ হচ্ছে, প্রতিদিন মিড ডে মিলে তা দেওয়া হয়। এই মাশরুম খেতে যথেষ্ট সুস্বাদু বলেই তারা জানায়। প্রধান শিক্ষক চন্দন দত্ত, বলেন, স্কুলে কিচেন গার্ডেন তৈরীর বরাদ্দকৃত টাকা থেকেই এই মাশরুম চাষ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে বেআইনি পুকুর ভরাট রুখল প্রশাসন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী বারবার জানিয়েছেন বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট করা যাবে না। তারপর থেকেই প্রশাসনের কড়া নজরদারি রয়েছে মালদা জেলায়।মালদহের হবিবপুর থানার অন্তর্গত বুলবুলচন্ডী অঞ্চলে। বেআইনিভাবে পুকুর ভরাটের চেষ্টা রুখল মালদার হবিবপুর ব্লক প্রশাসন। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক এবং হবিবপুর থানার আইসি যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার বিকালে বেআইনি পুকুর ভরাটের চেষ্টা রুখল বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দনগর গ্রামে। জানা গেছে, আনন্দনগর গ্রামের বাসীন্দা পঙ্কজ পোদ্দার গত কয়েক দিন ধরে মাটি ফেলে তার পুকুর ভরাটের চেষ্টা করছিলেন। এই মর্মে অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার বিকালে আচমকা হবিবপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক স্বপন তরফদার এবং হবিবপুর থানার আইসি শোভন কর্মকার যৌথভাবে অভিযান চালান। অভিযান চালিয়ে তারা বেআইনিভাবে পুকুর ভরাটের চেষ্টা রুখে দেন। পুকুরের মধ্যে ফেলা মাটি জেসিবি মেশিন দিয়ে তুলে পুকুরটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। যদিও পুকুর মালিক পঙ্কজ পোদ্দার দাবী করেন, তিনি পুকুর ভরাট করছিলেন না। পুকুরের পাড় বাঁধাচ্ছিলেন। কিন্তু কেউ বা কারা প্রশাসনের কাছে পুকুর ভরাটের অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগ পেয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে তাকে পুকুর ভরাট না করার ব্যাপারে সতর্ক করলেন। যদিও হবিবপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক স্বপন তরফদারের দাবী, পুকুর ভরাটের চেষ্টা হচ্ছিল। সেই চেষ্টা তারা রুখে দিয়েছেন। আগামী দিনে যেখানেই পুকুর ভরাটের চেষ্টা হবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কোনমতেই পুকুর ভরাট বরদাস্ত করা হবে না।

পাতপুকুর সমবায়ে ক্ষমতায় এল তৃণমূল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সামনে বিধানসভার নির্বাচন।আর তাঁর আগে জেলার বিভিন্ন এলাকায় সমবায় সমিতির নির্বাচন চলছে।বুধবার সমবায় নির্বাচন হয়ে গেল জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানারবাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতপুকুর বৈদ্যেরচক সমবায় সমিতিতে।মোট ৯ টি আসনে এই নির্বাচন হয়।আর নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় সবকটি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা জয়লাভ করেছে।এস ইউ সি আই এর হাতে দীর্ঘ ৬৬ বছর এই সমবায় দায়িত্ব ভার ছিলো।এ দিনের ভোটে গন্ডগোলের আশংকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল বকুলতলা থানার পক্ষ থেকে।বিজয়ী ৯ জন তৃনমূল কংগ্রেসের সদস্য হল- মোজাম্মেল খান,জালাল উদ্দিন ঘরামি, শাজাহান বৈদ্য,শামসুদ্দিন ঢালী, সুকুমার মন্ডল,শাজাহান গাজী, সাধন শিকারি, জরিনা ঘরামি ও আজমিরা গাজী।এদিন বিরোধী এস ইউ সি আই এর সদস্যদের পরাজিত করে জয়লাভ করে তৃনমূল। এদিন বিজয়ী হওয়ার পরে বাইশহাটা অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি নুরহোসেন গাজীর নেতৃত্বে বিজয় উৎসবে সামিল হন বিজয়ীরা।এ ব্যাপারে বাইশহাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নূর হোসেন গাজী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের উন্নয়ন দেখে এসইউসিআই এর হাতে থাকা সমবায় তৃণমূলের হাতে তুলে দিলো এলাকার মানুষ। আমরা চাই এই সমবায়ের মাধ্যমে মানুষের উন্নয়ন ও গ্রামের উন্নয়ন করে যাবো।আমাদের পাশে আমাদের বিধায়ক গনেশ মন্ডল আছে।জয়ী সদস্যদের এদিন শুভেচ্ছা জানালেন কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল।

দু'শো কোটি টাকা বকেয়া, ডেপুটেশন বাঁকুড়া কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রায় দু'শো কোটি টাকা বকেয়া! গত আগষ্ট মাস থেকে বরাদ্দকৃত বকেয়া অর্থ মেলেনি- দাবি করে 'রুটি রুজির লড়াইকে সুরক্ষিত করতে ঐক্যবদ্ধ লড়াই'য়ের ডাক দিয়ে অল বেঙ্গল পি.এইচ.ই কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশানের আহ্বানে আন্দোলনে নামল বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট পি.এইচ.ই (সিভিল) কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশান। বুধবার ওই সংগঠনের সদস্যরা জেলা জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারের দপ্তরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখান। পরে সেখান থেকে মিছিল করে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছে সেখানেও বিক্ষোভ কর্মসূচীতে অংশ নেন। বাঁকুড়া জেলায় জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরে

বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ঠিকাদারেরা। বিক্ষোভকারীদের দাবী আগষ্ট মাস থেকে বরাত পাওয়া কাজের কোনো টাকা মিলছে না। অন্যদিকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য দফতরের তরফে প্রবল চাপ দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা নিরুপায়। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর রোষের মুখেও পড়তে হয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে। কিন্তু বাস্তবে গ্রামে গ্রামে পানীয় জল পৌঁছানোর জল জীবন মিশন প্রকল্পে মাসের পর মাস বকেয়া পড়ে রয়েছে কোটি কোটি টাকা। ঠিকাদারদের বকেয়া সেই টাকা না দেওয়া হলে এবার প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে বাঁকুড়ার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ঠিকাদারদের একাংশ। তাঁদের দাবী সব মিলিয়ে বকেয়ার অঙ্ক প্রায় একশো কোটি।

রাজ্য বাজেট: বরাদ্দ ৩.৮৯ লক্ষ কোটি টাকা

আপনজন ডেস্ক: বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ২০২৫-২৬ বর্ষের বাজেট পেশ করেন। সেই বাজেট বরাদ্দ এক নজরে তুলে ধরা হল।

কৃষিজ বিপণন: ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৪২৬.০১ কোটি টাকা। **কৃষি:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১০,০০০.৭৯ কোটি টাকা। প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন: ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১,২৭২.৯৩ কোটি টাকা। **অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ২,৪২৩.৮০ কোটি টাকা।

উপভোক্তা বিষয়ক: ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১৩৯.৭০ কোটি টাকা।সমবায়: ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৬৬৮.৬১ কোটি টাকা। **সংশোধন প্রশাসন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৪২৮.৫৭ কোটি টাকা । বিপর্যয় **মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৩,২৭৮.৬০ কোটি টাকা। **মৎস্য:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৫৩০.১১ কোটি টাকা। **খাদ্য ও সরবরাহ:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৯,৯৪৪.৩৭ কোটি টাকা। **খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ২৫৩.০৩ কোটি টাকা। **বন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১,০৯১.১১ কোটি টাকা। **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ২১,৩৫৫.২৫ কোটি টাকা।

উচ্চশিক্ষা: ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৬,৫৯৩.৫৮ কোটি টাকা । **স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১৪,৮১৭.৬৭ কোটি টাকা। **আবাসন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ২৮৬.৬০ কোটি টাকা। **শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১,৪৭৭.৯১ কোটি টাকা। **তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৯৯০.২৭ কোটি টাকা। **পরিবেশ:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১০৭.২২ কোটি টাকা। **অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৫২৩.৮৪ কোটি টাকা। **তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ২১১.৫৭ কোটি টাকা। ***সেচ ও জলপথ পরিবহণ:*** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৪,১৫৩.৮৪ কোটি টাকা। **বিচার:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১,৬৯৭.৪৪ কোটি টাকা। **শ্রম:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১,২২৯.১১ কোটি টাকা। **ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১,৫০৯.৭২ কোটি টাকা। **আইন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ২১.৯৮ কোটি টাকা। **জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৩৬৬.৪৬ কোটি টাকা। **ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ**

ও বস্ত্র: ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১,২২৮.৭৮ কোটি টাকা। **সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৫,৬০২.২৯ কোটি টাকা। **অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৮২.৬৫ কোটি টাকা। **উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৮৬৬.২৬ কোটি টাকা। **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৪৪,১৩৯.৬৫ কোটি টাকা। **পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৭৫৬.৮০ কোটি টাকা। **কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৪২৫.৯৪ কোটি টাকা। **পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৬১৬.৫৮ কোটি টাকা। **বিদ্যুৎ:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৪,১৪১.৮২ কোটি টাকা। **সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৭১.৫৬ কোটি টাকা। **জনস্বাস্থ্য কারিগরি:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১১,৬৩৬.৯২ কোটি টাকা। **পূর্ত :** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৬,৭৯৬.৯২ কোটি টাকা। **বিদ্যালয় শিক্ষা:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৪১,১৫৩.৭৯ কোটি টাকা। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৮০.৫৯ কোটি টাকা। **স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৭৯৮.৫৭ কোটি টাকা। **সুন্দরবন বিষয়ক:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৬৩১.৫৫ কোটি টাকা। **কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১,৪২৩.৮৬ কোটি টাকা। **পর্যটন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৫২৩.৯৮ কোটি টাকা। **পরিবহণ:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ২,২৭৩.২৯ কোটি টাকা। **উপজাতি উন্নয়ন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১,২১০.১৩ কোটি টাকা। **পুর ও নগরোন্নয়ন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১৩,৩৮১.৬৮ কোটি টাকা। **জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১,৬৬৯.৭৪ কোটি টাকা। **মহিলা ও শিশুবিকাশ ও সমাজকল্যাণ:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৩৮,৭৬২.০৩ কোটি টাকা। **যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৮৪০.০৩ কোটি টাকা।

গলসিতে শুরু হল ওভারব্রিজে পিচের কাজ, স্বস্তি পেল এলাকার মানুষ

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির গলিগ্রাম ও মথুরাপুর–এই দুই জায়গায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ প্রায় দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ ছিল। এরফলে স্থানীয় মানুষে দুর্ভোগ পরেছিলেন হাজার হাজার মানুষ। যাতায়াতের সমস্যার পাশাপাশি, সড়ক পারাপারের ঝুঁকি বেড়ে গিয়েছিল কয়েকগুণ। বিশেষ করে, গলিগ্রাম এলাকায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার ঘটছিল।

স্থানীয় মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন, দ্রুত কাজ শেষ করে ওভারব্রিজ দুটি চালু করা হোক। কিন্তু কাজ বন্ধ থাকায় তাঁদের মধ্যে ক্ষোভও দানা বাঁধছিল। সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় ধরে যানবাহন থামার জন্য অপেক্ষা করতে হতো তাঁদের। অনেক সময় শিশুরা এবং প্রবীণ নাগরিকরা রাস্তা পার হতে গিয়ে বিপদে পড়তেন।

কয়েকদিন আগেই জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ থাকার বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে। খবর প্রকাশের পরেই নড়েচড়ে বসে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। দ্রুত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বাকি থাকা কাজ পুনরায় শুরু করা হয়।

সংবাদ প্রকাশের একদিনের মধ্যেই ওভারব্রিজের উপরের লাইট বসানোর কাজ শুরু হয়। এরপরই এদিন থেকে গলিগ্রাম ও মথুরাপুরে দুটি ওভারব্রিজ থেকে নামার দু'মুখের বাকি থাকা কাজও শুরু হয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এক মাস ধরে কাজ বন্ধ থাকায় তাঁরা মারাত্মক সমস্যায় পড়েছিলেন। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা, ফলে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের বিষয়টিও ভাবাচ্ছিল অভিভাবকদের।

তাঁরা আশাবাদী, কয়েকদিনের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

সড়কে কর্মরত এক কর্মী জানিয়েছেন, "গতকাল থেকেই কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। আগামী দু'-তিন দিনের মধ্যেই গলিগ্রাম ও মথুরাপুরের ওভারব্রিজের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে ধারনা তার। তারপর ওভারব্রিজ দুটি চালু হয়ে গেলে যান চলাচল অনেক বেশি স্বাভাবিক হবে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কমবে।"

স্থানীয় বাসিন্দা অসীম চক্রবর্তী বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে গলিগ্রাম থেকে রাস্তা পার হতে হলে গুসকরা মোড় পর্যন্ত ঘুরে যেতে হচ্ছিল। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছিল। প্রায় প্রতিদিন ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটত। পুলিশ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করলেও, যানজট লেগেই থাকত।" তিনি আরও বলেন, "ওভারব্রিজ চালু হয়ে গেলে এই সমস্যা অনেকটাই দূর হবে। মানুষ নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবেন।"

হাওড়ায় চোলাই পাচার, ধৃত ২

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আবারও হাওড়ায় লক্ষাধিক টাকার চোলাই উদ্ধার করল আবগারি বাহিনী।উল্লেখ্য, নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের ছলে আমতায় পাচার রুখল আবগারি বাহিনী।

প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন ধরেই খবর আসছিল উলুবেড়িয়ার দিক থেকে একটি তিন চাকার মালবাহী গাড়ি রোজ রাতে নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে জগৎবল্লভপুরের পানপুরের দিকে।বুধবার ভোর রাতে জগৎবল্লভপুরের আবগারি ওসি অংশুমান ঘোষ আর আমতার আবগারি ওসি জিৎ সরকার ফাঁদ পাতেন আমতার ১০নং পোল থেকে রানিহাটির অভিমুখ রাস্তায়।সেই সময় গাড়ি আসতেই সেটিকে থামানো হয়।গাড়ি থামানো মাত্রই দেখা যায় ভ্যানে রয়েছে কিছু সিমেন্টের বস্তা।কিন্তু সেই বস্তা সরাতেই বেরিয়ে পড়ে থরে থরে সাজানো চোলাইয়ের বস্তা। গ্রেফতার করা হয় গাড়ির চালক এবং খালাসিকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লোনের চাপে রেল লাইনে গিয়ে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: লোনের চাপে জর্জরিত হয়ে রেল লাইনে গিয়ে আত্মহত্যা এক মহিলার। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ ঘটনা কে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের সুতি থানার কয়াডাঙা নতুনপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই মহিলার নাম রেণু বিবি(৪০)। তার বাড়ি সুতি থানার বাজিতপুর পঞ্চায়েতের পুড়াপাড়া এলাকায়। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই লোনের জ্বালায় জর্জরিত ছিলেন ওই মহিলা। পাঁচটি সন্তান রয়েছে তার। স্বামী ভিনরাজ্যে রাজমিস্ত্রী কাজে গেছেন। বারবার লোনের কিস্তি দিতে গিয়ে কার্যত মানসিক চাপে পড়ে যান তিনি। বুধবার বেলা ১২ টার দিকে লোনের কিস্তি জমা করার কথা থাকলেও টাকা যোগাড় করতে পারেননি তিনি। তখনই কার্যত বাড়ির কাছাকাছি কয়ডাঙা এলাকায় রেললাইনে শুয়ে পড়েন। তখনই একটি মালগাড়ি ওই মহিলাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক সোরগোল সৃষ্টি হয়। কান্নার রোল পড়ে পরিবারে। রেল পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

শ্যামসুন্দর লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বুধবার জয়নগর থানার বহড়ু গ্রামের গর্বের শতাব্দী প্রাচীন বহড়ু শ্যামসুন্দর পাবলিক লাইব্রেরীর ১১৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

যথাযথ মর্যাদার সহিত গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গোপেন্দ্র নাথ বসু, গ্রন্থাগার ভবনটি নির্মানের জন্য মূল্যবান ভূমিটির দাতা স্বর্গীয় জীতেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় দ্বয়ের পাশাপাশি,গ্রন্থাগার ভবনটি নির্মানের জন্য, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে কলকাতার বিভিন্ন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে, যে সহায়তা করেছিলেন গ্রামের কৃতি সন্তান, তথা সুরের জাদুকর সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করা হয় এদিন।

মুর্শিদাবাদ স্টেশনে আলোচনায় বসলেন ডিআরএম শিয়ালদহ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জংশন রেলস্টেশনে মালগাড়ির গুডস ইয়ার্ড চালু করা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। এক বছর ধরে তৈরি হয়ে পড়ে থাকলেও বিভিন্ন জটিলতার কারণে গুডস ইয়ার্ড চালু করা সম্ভব হয়নি। গত মঙ্গলবার শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার শশী রঞ্জন সিং মুর্শিদাবাদ স্টেশনে উপস্থিত হন। তিনি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু জটিলতা খুব একটা কাটেনি। বুধবার মুর্শিদাবাদ জংশন রেলস্টেশনে উপস্থিত হন শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার দীপক নিগম। তার সঙ্গে এক ঝাঁক রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। বুধবার তিনি মুর্শিদাবাদ ডিসটিক চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক স্বপন কুমার ভট্টাচার্য, কৃষিজ সার ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি এরশাদ আলি, রোহিত জৈন সহ অন্যান্যরা।

ডিআরএম এদিন ব্যাবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা

করেন। এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদ ডিসটিক চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের যুগ্ম সম্পাদক স্বপন কুমার ভট্টাচার্য বলেন, "যখন গুডস ইয়ার্ড চালু করা হয় তখন আমাদেরকে কিছু জানানো হয়নি। মুর্শিদাবাদে সারগাছি এবং কাশিমবাজার দুটি গুডস ইয়ার্ড আছে। মুর্শিদাবাদ জংশনে তৃতীয় গুডস ইয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে কিন্তু কিছু জায়গায় রাস্তা সরু আছে, সুতরাং বিকল্প রাস্তা তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি পানীয় জল, গোডাউন এবং শেডের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই সব সুবিধা উপলব্ধ থাকলে মুর্শিদাবাদ জংশনে মালগাড়ির গুডস ইয়ার্ড অতি দ্রুত চালু করা সম্ভব হবে। যেহেতু তৈরি করা হয়েছে আমরা চাই না এটি বন্ধ হয়ে যাক।"

তিনি আরও বলেন, "ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে। সেদিকেও রেলের সায় লক্ষ্য করা গিয়েছে। ডিআরএম নিজ মুখে নসিপুর রেলব্রিজ হয়ে বন্দে ভারত চালানোর প্রস্তাব রেখেছেন। বিভিন্ন ট্রেনের জন্য তিনি আবেদন করতে বলেছেন আমাদের।"

অন্যদিকে এই বিষয়গুলো নিয়ে যথোপযুক্ত আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করেন ডিআরএম দীপক নিগম। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "ব্যবসায়ীরা নিজেদের সমস্যা বলেছেন, আমরাও কিছু প্রস্তাব রেখেছি। সব মিলিয়ে যথোপযুক্ত আলোচনা হয়েছে।"

সব ঠিকঠাক থাকলে মুর্শিদাবাদ জংশনে অতি দ্রুত মালগাড়ির গুডস ইয়ার্ড চালু করা হবে।

বারাসতের আর এইচ অ্যাকাডেমির ফাহিমের সাফল্য জেইই মেইনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: এবছর জেইই মেইন পরীক্ষার সেশন-১ এ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখল উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের কাজীপাড়ার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর এইচ একাডেমির ছাত্র মোহাম্মদ ফাহিম। এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে ফাহিম। তার আগেই জেইই মেইন পরীক্ষার সেশন-১ এ উত্তীর্ণ হল। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা দারুল হাদিস সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক মোহাম্মদ আবু সাঈম ও সামসুন নাহারের পুত্র ফাহিম এখন খুশিতে টগবগ। তার আশা আসন্ন উচ্চমাধ্যমিকে সে উজ্জ্বল ফল করবে। বেলডাঙার বেগুনবাড়ির বাসিন্দা ফাহিম। গ্রামের বেগুনবাড়ি ইসলামিয়া শিশু মাদ্রাসায় তার প্রাথমিক পাঠ। মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে ফাহিম আইআইটিতে পড়ার লক্ষে ভর্তি হয়েছিল আর এইচ অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষণ কোর্সে। এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ফাহিম এ বছর জেইই মেইন পরীক্ষার সেশন-১ ৯৪.৪ পার্সেন্টাইল পেয়েছে বলে

জানিয়েছেন আর এইচ অ্যাকাডেমির অন্যতম কর্ণধার হাবিব মোল্লা। ফাহিম জানায়, আমার এই সফলতার পিছনে হাবিব স্যার ও সেখ নাফিসা ম্যামের (কর্ণধার আর এইচ অ্যাকাডেমি) ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাকে এখানে একাদশ শ্রেণী থেকে বোর্ড এর পাশাপাশি জেইই মেইন ও অ্যাডভ্যান্স পরীক্ষাঅর কোচিং দেওয়া হয়েছে। ফাহিম আশাবাদী সে আইআইটি অ্যাডভান্সেও সাফল্য পাবে। ফাহিম আরও জানায়, আর এইচ অ্যাকাডেমিতে শুধু ভাল পড়াশুনা হয় না, থাকা ও খাওয়ারও সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

প্রথম নজর

হজ পালনে নতুন শর্ত দিল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর সৌদির যেসব বাসিন্দা ও বিদেশি হজ করতে চান তাদের কিছু শর্ত দিয়েছে সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়।

ঘোষণা অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত যারা একবারও হজ করেননি, এ বছর শুধুমাত্র তাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হবে। তবে হজ যাত্রীদের গাইড হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের জন্য শর্তটি শিথিল থাকবে।

আরেকটি শর্ত হলো ন্যাশনাল কার্ড অথবা রেসিডেন্সি কার্ডের মেয়াদ জিলহজ মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত থাকতে হবে।

হজের রেজিস্ট্রেশনের সময় শতভাগ নির্ভুল তথ্য দিতে হবে। যদি কেউ ভুল তথ্য দেন তাহলে রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যেতে পারে। হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় বলেছে, যারা হজ করতে আগ্রহী তাদের শারীরিকভাবে ফিট থাকতে হবে। দুরারোগ্য ও মরণব্যাধীতে যারা ভুগছেন, তাদের হজের সুযোগ পাবেন না। এছাড়া আগ্রহী হজযাত্রীদের হজের আগে মেনিনজিটিস এবং মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা নেওয়া সম্পন্ন করতে হবে।

এছাড়া হজের পোগ্রাম শুরু হয়ে যাওয়ার পর কেউ যদি হজ না করতে চান, তাহলে তারা তাদের পরিশোধিত অর্থ আর ফেরত পাবেন না। এটি মেনেই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

হজযাত্রীদের সবাইকে স্বাস্থ্য ও প্রতিরোধ নিয়ম-নীতি, পবিত্র স্থানগুলোতে যাওয়ার নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া চলাচল, জড়ো হওয়া ও থাকার স্থান সংক্রান্ত সকল নির্দেশনাও কঠোরভাবে মানতে হবে।

যাদের হজের অনুমোদন দেওয়া হবে, তাদের নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে এটি প্রিন্ট করতে হবে। যেন অনুমোদনের কাগজে থাকা কিউআর কোডটি ভালোভাবে দেখা যায়। হজের পুরো সময়টায় এই কাগজটি সাথে রাখতে হবে।

এছাড়া নিজে ছাড়া অন্য কাউকে এই কাগজটি দেওয়া যাবে না বলে শর্ত দিয়েছে হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়।

এছাড়া এবারের হজে হজযাত্রীরা তাদের সঙ্গে শিশুদের নিতে পারবেন না বলেও জানিয়েছে সৌদি।

গাজার ২ হাজার অসুস্থ শিশুকে আশ্রয় দেবে জর্ডান

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার ২ হাজার অসুস্থ শিশুকে জর্ডানে আশ্রয় দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দেশটির রাজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল করে এর জনগণকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় তিনি তার অবস্থানে অনড়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন। খবর এনডিটিভির। রাজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ বলেন, 'গাজা এবং পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করার বিরুদ্ধে আমি জর্ডানের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছি। এটিই ঐক্যবদ্ধ আরব অবস্থান। ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত না করে গাজা পুনর্নির্মাণ এবং ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সকলের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। '

তবে তিনি ট্রাম্পকে বলেছেন, মিশর এই অঞ্চলের দেশগুলো কীভাবে ট্রাম্পের সঙ্গে এই প্রস্তাবে 'কাজ' করতে পারে তার একটি পরিকল্পনা করছে। আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা এখনই যা করতে পারি তা হল- ২০০০ ক্যান্সার

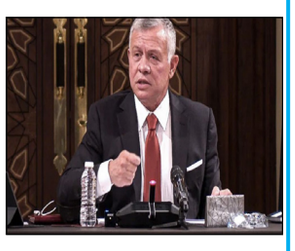

আক্রান্ত শিশু যারা খুবই অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে তাদের নিজেদের দেশে নিতে পারি। আব্দুল্লাহর এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প বলেন, এটি সত্যিই একটি সুন্দর পদক্ষেপ। জর্ডানের রাজা হোয়াইট হাউসে আসার আগে তিনি এটি সম্পর্কে জানতেন না বলেও জানান তিনি। এর আগে,গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা 'দখলের' ঘোষণা দিয়ে বিশ্বকে হতবাক করে দেন। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি বিধ্বস্ত অঞ্চলটিকে 'মধ্যপ্রাচ্যের রিভেরা' তৈরির প্রস্তাব দেন। সেসময় জর্ডানের রাজা সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মিশর একটি পরিকল্পনা নিয়ে আসছে এবং আরব দেশগুলো তখন রিয়াদে এটি নিয়ে আলোচনা করবে।

ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূখণ্ডেই থাকতে দিতে হবে: মিশর

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনিদের তাদের নিজ ভূখণ্ডেই থাকতে দিতে হবে এবং গাজার পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত করার আহ্বান জানিয়েছে মিশর।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে বৈঠকে এ কথা জানান মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আবদেলাত্তি।

বৈঠকে মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, আরব দেশগুলো গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক স্থানান্তরের পরিকল্পনা একেবারেই মেনে নেবে না।

মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গাজায় মানবিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, তবে কোনোভাবেই ফিলিস্তিনিদের তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা যাবে না।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর ট্রাম্পের পরিকল্পনার নাম সরাসরি না নিলেও, রুবিও গাজার ভবিষ্যৎ শাসন ও নিরাপত্তা নিয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, হামাসকে গাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে দেওয়া যাবে না এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

আবদেলাত্তি জানান, মিশর নতুন মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, তবে সেটি অবশ্যই ফিলিস্তিনিদের অধিকার ও মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার ভিত্তিতে হতে হবে। তিনি মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গেও বৈঠক করেন এবং একই বার্তা দেন।

ফিলিস্তিনিরা গাজাকে তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে দেখে, তাই তাদের জন্য গাজা ছাড়ার প্রস্তাব একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। আরব প্রতিবেশী দেশগুলোও এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছে যে, তারা গাজার সংঘাতের কারণে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের নিজেদের দেশে আশ্রয় দিতে রাজি নয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে মিশর ও জর্ডান যেন গাজার ফিলিস্তিনিদের গ্রহণ করে। পরে তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে গাজার ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন, যেখানে ফিলিস্তিনিদের নিজ দেশে ফেরার কোনো অধিকার থাকবে না। এই পরিকল্পনা বিশ্বজুড়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। মানবাধিকার সংগঠন ও জাতিসংঘ এটিকে জাতিগত নির্মূলের চেষ্টা হিসেবে দেখছে।

নিজের ধর্ষণের বর্ণনা শুনিয়ে মার্কিন হাউসকে হতবাক করলেন ন্যান্সি

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের চেম্বার হাউসে নিজের ধর্ষিতা হওয়ার লোমহর্ষক বর্ণনা শুনিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন দক্ষিণ ক্যারোলিনার রিপাবলিকান প্রতিনিধি ন্যান্সি মেস। স্থানীয় সময় ১০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় এক ব্যক্তিগত ও ব্যতিক্রমী বক্তৃতায় নিজের ও অন্যান্য নারীর ওপর যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ ও গোপনে নজরদারি চালানোর অভিযোগ তুলে ধরেন। ২০২১ সাল থেকে হাউসে দায়িত্ব পালন করা ন্যান্সি মেস তার সেই নজিরবিহীন এক ঘণ্টাব্যাপী সেই বক্তৃতায় দক্ষিণ ক্যারোলিনার চারজন পুরুষকে 'নির্যাতনকারী' বলে অভিহিত করেন। হাউস ফ্লোরে তাদের নাম ও ছবিও পোস্টার বোর্ডে প্রদর্শন করেন তিনি। মেস তার বক্তৃতার শিরোনাম দেন 'লোহা লোহাকে শাণ দেয়'। তিনি বলেন, 'তোমরা নরকের একমুখী টিকিট কিনে নিয়েছ। এটি সরাসরি, কোনো সংযোগ নেই। যাতে আমি ও তোমাদের সমস্ত শিকার নারীরা চিরকাল তোমাদের পচতে দেখতে পারি'। তিনি এ সময় নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ করেন। যেমন- নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরীদের হাজারো গোপন ছবি ও ভিডিও পাওয়া, যা তাদের সম্মতি ছাড়াই ধারণ করা হয়।

মেস বলেন, এক রাতে অচেতন হয়ে পড়ার পর তিনি নিজেই ধর্ষণের শিকার হন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাকে সেই রাতে 'ইচ্ছাকৃতভাবে' অচেতন করা হয়। বক্তৃতার সময় মেস একাধিক প্রতীকী বস্তু প্রদর্শন করেন, যার মধ্যে ছিল হাতকড়া। এটি দেখিয়ে তিনি বলেন, 'যদি কেউ আমাকে নারীদের পক্ষে দাঁড়ানোর কারণে গ্রেফতার করতে চায়, তাহলে এখানে আমার হাত। সেই সঙ্গে তিনি একটি গ্লাস দিখিয়ে বলেন, এটা সেদিনের পানীয়ের পরিমাণ, যা তিনি সেই রাতে পান করেছিলেন। একটি ক্যামেরা তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, অভিযুক্তরা এটা লুকিয়ে রেখে গোপন ছবি ও ভিডিও ধারণ করেছিল। মেস আরও বিস্তারিত বর্ণনা দেন, তবে তার অভিযোগগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।

যদিও মেস বলেছেন, তার অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণ রয়েছে। তিনি তা এখনো উপস্থাপন করেননি।

দক্ষিণ ক্যারোলিনার আইন প্রয়োগকারী বিভাগ (এসএলিডি) নিশ্চিত করেছে যে, তারা ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের এক ঘটনায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। সংস্থাটি জানায়, এসএলিডি এই ঘটনার ওপর একাধিক সাক্ষাৎকার নিয়েছে। একাধিক সার্চ ওয়ারেন্ট কার্যকর করেছে এবং একটি সুসংহত কেস ফাইল প্রস্তুত করেছে, যা মামলা সমাপ্তির পর প্রকাশ করা হবে।

তবে এখন পর্যন্ত কোনো ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়নি। ভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন দ্য হিল-কে দেওয়া বিবৃতিতে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন। মেস তার বক্তৃতায় দক্ষিণ ক্যারোলিনার অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যালান উইলসন (আর)-এর কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তিনি এই অপরাধগুলোর যথাযথ তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করেননি।

উল্লেখ্য, উভয়েই ২০২৬ সালে দক্ষিণ ক্যারোলিনার গভর্নর পদে লড়ার কথা বিবেচনা করছেন। দক্ষিণ ক্যারোলিনার অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় মেসের বক্তব্যকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' দাবি করে জানায় যে, তারা এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা তথ্য পায়নি। অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় আরও জানায়, মেস হয় এ বিষয়ে অজ্ঞ, নয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি ভুলভাবে উপস্থাপন করছেন।

ট্রাম্পের গাজা দখল পরিকল্পনাকে হাস্যকর বলে তীব্র প্রতিক্রিয়া উ. কোরিয়ার

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা দখল করা এবং ফিলিস্তিনিদের অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবকে 'হাস্যকর' উল্লেখ করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া। বুধবার উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ)-এর বরাত দিয়ে রয়টার্স এক প্রতিবেদন এ তথ্য জানা যায়। কেসিএনএ মন্তব্য করেছে, ট্রাম্পের এই প্রস্তাব বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুতর হুমকি। প্রতিবেদনে বলা হয়, ফিলিস্তিনিদের যে ক্ষীণ আশা ছিল নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য, ট্রাম্পের প্রস্তাব তা ধ্বংস করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই অশান্তি এখন বিশ্বের মধ্যে উত্তপ্ত সংকটের সৃষ্টি করেছে। এর আগে, ট্রাম্প সম্প্রতি ঘোষণা দেন যে, মার্কিন সরকার গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গাজার অবকাঠামো পুনর্গঠন করতে চায়, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। বিশ্বজুড়ে এই ঘোষণার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ এবং সমালোচনা এসেছে। এছাড়া, ট্রাম্প প্রশাসনের পানামা খাল এবং গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনা এবং 'মেক্সিকো উপসাগর'-এর নাম পরিবর্তন করে 'আমেরিকা উপসাগর' রাখার সিদ্ধান্তকেও প্রত্যাখ্যান করেছে কেসিএনএ। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রকে তার কাল্পনিক বিভ্রান্তি থেকে জেগে উঠতে হবে এবং অবিলম্বে অন্য দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার প্রতি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে হওয়া বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে ধরে কেসিএনএ বলেছে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত নেই এবং তাদের পক্ষ থেকে উত্তরের নিরাপত্তা বিষয়ে বড় ধরনের হুমকি আসছে।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সব জায়গায় পরাজিত হবে: আত্মসমর্থনের পর জান্তা অফিসার

আপনজন ডেস্ক: দৃঢ় মনোবলের অভাব, দুর্বল প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধের দক্ষতা না থাকায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনী আরাকান আর্মির কাছে সব যুদ্ধে, সব জায়গায় পরাজিত হবে। সম্প্রতি আরাকান আর্মির কাছে আত্মসমর্পণকারী মিয়ানমার সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা এমনটাই বলেছেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কিয়াও কিয়াও থেট 'লাইট ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন ৯৯'-এর অধীনে গঠিত এবং মান্দালয় অঞ্চলের ইয়ামেথিন শহরে অবস্থিত 'স্ট্র্যাটেজিক টিম ৯৯২' এর অধিনায়ক ছিলেন। মাগওয়ে অঞ্চলের এনগাপে টাউনশিপে আরাকান আর্মির কাছে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ৩১ জানুয়ারি এই কর্নেল এবং তার ৩৬০ জনের বেশি সৈন্য আরাকান আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১১ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় বার্মিজ ভাষার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল কিয়াও কিয়াও থেট বলেন, আমাদের সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ দুর্বল এবং সৈন্যদের লড়াইয়ের মনোভাব কম ও যুদ্ধ করার দক্ষতা দুর্বল। তাদের দৃঢ় মনোবলের অভাব রয়েছে। এ কারণে সেনাবাহিনী শুধু আরাকান আর্মির কাছেই হারবে না, সব যুদ্ধে, সব জায়গায় পরাজিত হতে থাকবে। আরাকান আর্মির মুখপাত্র খাইং থুখা স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ইরাবতীকে নিশ্চিত করেছেন, ভিডিও ফুটেজটি প্রাথমিকভাবে খিট থিট মিডিয়া থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা হয়। এটি সত্য এবং এটি আরাকান আর্মির একজন কর্মকর্তার কাছ থেকেই ভিডিও পাওয়া গেছে। তিনি এছাড়া আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। জানা গেছে, সেনাদের প্রশিক্ষণ শেষে লেফটেন্যান্ট কর্নেল কিয়াও কিয়াও থেটের নেতৃত্বে 'স্ট্র্যাটেজিক টিম ৯৯২' রাখাইন রাজ্যের অ্যান টাউনশিপের সীমান্তবর্তী এলাকায় যান। কৌশলগত দলটি সেখানে পৌঁছানোর দুই দিন পর আরাকান আর্মি আক্রমণ করে বসে। পরে পিছু হটতে বাধ্য করে। পরের দিনগুলোতে ঐ অঞ্চলে দীর্ঘ সংঘর্ষ চলে। মাঠ পর্যায়ে সেনাদের দলগুলো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। প্রাথমিক সংঘর্ষে সেনাদের ১০০ সৈন্য নিহত হয় এবং শতাধিক আহত হয়। জান্তা অফিসার কিয়াও কিয়াও থেট বলেন, গত ৩১ জানুয়ারি গোটে সি ইয়ো ভিলেজ এলাকায় আরাকান আর্মিকে পিছু হটতে গিয়ে আমাদের নিজেদের বাহিনীর ছোড়া কামানের গোলার আঘাতে আমি আহত হই। আমাদের সেনারা তার দলটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তিনি ছিলেন প্রায় ২০ জন সৈন্যের গ্রুপে। এক পর্যায়ে আমি আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ ও বৈঠক শুরু করি। তারা আমাকে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আমরা তা করেছি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আন্তর্জাতিক এআই ঘোষণা স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: প্যারিসে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। ফ্রান্স, চীন ও ভারতের মতো বহু দেশ এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে, যা প্রযুক্তিটির বিকাশে 'উন্মুক্ত', 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' ও 'নৈতিক' দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিশ্রুতি দেয়।

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়, সংক্ষিপ্ত এক বিবৃতিতে যুক্তরাজ্য সরকার জানায়, জাতীয় নিরাপত্তা ও 'বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা' নিয়ে উদ্বেগের কারণে তারা এতে স্বাক্ষর করেনি। এর আগে, প্যারিসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে এটিকে 'ধ্বংস' করে দিতে পারে। ভ্যান্স বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে বলেন, এআই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি 'সুযোগ', যা ট্রাম্প প্রশাসন নষ্ট করবে না। তিনি 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমুখী এআই নীতি'কে নিরাপত্তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানান। ভ্যান্সের বক্তব্য ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়েছে। ম্যাক্রোঁ বলেন, এআই-কে এগিয়ে নিতে হলে সুনির্দিষ্ট নিয়মের প্রয়োজন। যুক্তরাজ্য এর আগে এআই নিরাপত্তার ধারণার পক্ষে ছিল। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বিশ্বের প্রথম এআই নিরাপত্তা সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা ফুল ফ্যাক্টের এআই বিভাগের প্রধান অ্যান্ড্রু ডুডফিল্ড বলেন, প্যারিসের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর না করায় যুক্তরাজ্য তার এআই নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার অবস্থানকে দুর্বল করে ফেলেছে। তবে যুক্তরাজ্যের এআইভিত্তিক ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ইউকেএআই এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে। সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী টিম ফ্ল্যাগ বলেন, 'যদিও ইউকেএআই পরিবেশগত দায়িত্বশীলতার পক্ষে। তবু আমরা প্রশ্ন করছি, কিভাবে এআই খাতের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার সাথে এই দায়িত্ব সামঞ্জস্য রাখা যায়।' তিনি আরো বলেন, 'সরকারের এই ঘোষণায় আমরা সতর্ক আশাবাদী যে এটি বাস্তবসম্মত সমাধানের দিকেই এগোবে এবং আমাদের মার্কিন অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ বজায় রাখবে।'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৮মি.

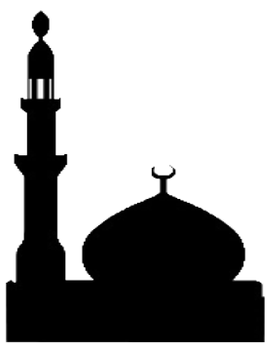

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৭	৬.০৯
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৫	
মাগরিব	৫.৩৮	
এশা	৬.৪৭	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

মিশরে আক্রমণের প্রস্তুতি ইসরায়েলের, রিপোর্ট

আপনজন ডেস্ক: মিশর এবং ইহুদিবাদী ইসরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে, হিব্রু ভাষার সাইটগুলো মিশরে ইসরায়েলের আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সামরিক বিষয়ে কাজ করে এমন হিব্রু ভাষার ওয়েবসাইট 'নাজিউ' দাবি করেছে যে ইসরায়েল সরকার মিশরে হামলা পরিকল্পনার অংশ হিসাবে শেষ মুহূর্তে আল-আলি বাঁধকে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে।

হাইতিতে শিশুদের ওপর গ্যাং সহিংসতা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা অ্যামনেস্টির

আপনজন ডেস্ক: নাগরিক অস্থিরতায় বিধ্বস্ত ক্যারিবিয়ান দেশ হাইতিতে অপরাধীচক্রগুলো সহিংসতা সৃষ্টি এবং যৌন নির্যাতনের লক্ষ্যে শিশুদের নিয়োগ করছে। বুধবার (১২ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এমনটা জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

অ্যামনেস্টি অনুমান করছে, হাইতিতে ১০ লক্ষাধিক শিশু সশস্ত্র গ্যাং নিয়ন্ত্রিত বা তাদের প্রভাবাধীন এলাকায় বাস করে। তরুণদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধকে 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' হিসেবে নিন্দা করেছে সংস্থাটি।

প্রতিবেদনে ১৪ জন হাইতিয়ান শিশুকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ও পুলিশের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করার পাশাপাশি যানবাহন সরবরাহ বা মেরামত করার মতো কাজে গ্যাংগুলো তাদের নিয়োগ করেছে।

অ্যামনেস্টি জানিয়েছে, আশেপাশের এলাকায় গ্যাং আক্রমণ বা গোষ্ঠীগুলোর এলাকা নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরে মেয়েরাও অপহরণ, ধর্ষণ এবং অন্যান্য যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

প্রতিবেদনে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার ১০ জন মেয়ের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে অনেকেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। দেশটিতে গর্ভপাত অবৈধ বলে তাদের গর্ভপাতের জন্য অনিরাপদ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

ইতালিতে মাফিয়াবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ১৮১

আপনজন ডেস্ক: ইতালির পালেরমোতে সিসিলীয় মাফিয়াদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান চালিয়েছে ইতালি সরকার।

অভিযানে 'কোসা নস্ত্রা' সংশ্লিষ্ট মাফিয়াদের উচ্চপদস্থ বসসহ ১৮১ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সিসিলিতে সংগঠিত অপরাধ দমন এবং মাফিয়াদের পুনরায় সংগঠিত হওয়া থেকে বিরত রাখার চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই অভিযান চালানো হচ্ছে।

মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) শুরু হওয়া এই অভিযানে ১২০০ পুলিশ কর্মকর্তা অংশ নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ এটিকে অপরাধের জন্য 'কঠিন আঘাত' হিসেবে বর্ণনা করেছে। গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে ৫০ কেজির বেশি বিভিন্ন মাদকদ্রব্যও জব্দ করা হয়।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারকৃতরা পালেরমো ও আশপাশের এলাকায় সক্রিয় একাধিক মাফিয়া গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত। সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে মাফিয়া সমিতি, হত্যাচেষ্টা, মাদক পাচার, চাঁদাবাজি, অবৈধ জুয়া ও অস্ত্র অপরাধসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

সিসিলির কুখ্যাত অপরাধী সংগঠন 'কোসা নস্ত্রা' ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে ইতালিতে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। কয়েক দশক ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের পরও তদন্তকারীরা বলছেন, এরা সক্রিয় রয়েছেন এবং প্রভাব ফিরিয়ে আনতে কাজ করে যাচ্ছে।

ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে যে হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: গাজা দখলের পরিকল্পনার কথা বলে বিশ্বজুড়ে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিষয়টি নিয়ে এবার মুখ খুলেছেন সিরিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা, জানিয়েছেন তীব্র প্রতিক্রিয়া। গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের অন্যত্র পুনর্বাসন এবং উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নিতে ট্রাম্পের পরিকল্পনা 'একটি গুরুতর অপরাধ, যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে' বলে মনে করেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি দ্য রেস্ট ইজ পলিটিক্স (ব্রিটিশ পডকাস্ট)-কে দেয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন আহমেদ আল-শারা। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার বাসিন্দাদের অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করার পর যুক্তরাষ্ট্র উপত্যকাটির নিয়ন্ত্রণ নেবে এবং সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো হবে বলে গত সপ্তাহে ঘোষণা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি আরও বলেন, তার প্রস্তাবের আওতায় ফিলিস্তিনিদের আর গাজায় ফেরার 'অধিকার' থাকবে না। তবে, দ্য রেস্ট ইজ পলিটিক্সকে আল-শারা বলেছেন, 'ট্রাম্পের প্রস্তাব সফল হবে না।' সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি বিশ্বাস করি কোনো শক্তিই ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূখণ্ড থেকে সরাতে পারবে না। অনেকে তা করার চেষ্টা করেছে এবং তারা সবাই ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে গত দেড় বছর ধরে গাজায় যুদ্ধের সময় এই চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূখণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার প্রয়াসে ট্রাম্পের নেতৃত্ব দেয়াটা নৈতিক বা রাজনৈতিকভাবে সঠিক হবে না বলেও মনে করেন তিনি।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ৩০ মাঘ ১৪৩১, ১৪ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

বিশ্ব জলবায়ু

ধারাবাহিকভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা গড়ে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক বৃদ্ধি পাওয়ার দশম বত্সর ছিল ২০২৩ সাল। ২০২২ সালের চাইতে অধিক গরম পড়িয়াছিল গত বছরটিতে। তবে উষ্ণ আবহাওয়া পিছু ছাড়ে নাই চলতি বত্সরেও। বরং আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ইতিমধ্যে বলা হইয়াছে যে, উষ্ণতম বত্সর হিসাবে পূর্বের সকল রেকর্ড ভাঙিয়া দিবে ২০২৪ সাল। তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রিতে উঠিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন আবহাওয়াবিদরা। উল্লেখ্য, ১৮৫০ সাল হইতে রেকর্ড রাখা শুরু হওয়ার পর ২০১৬ সাল ছিল সর্বাপেক্ষা উষ্ণতম বত্সর। ঐ সময় বলা হইয়াছিল, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়িবার কারণ হইতেছে 'এল নিনো'। ইহার প্রভাবে কমিতেছে বৃষ্টিপাত, বাড়িতেছে দাবদাহ। আমরা জানি, শিল্পবিপ্লবের পূর্বের সময়ের তুলনায় বর্তমানে পৃথিবী প্রায় ১ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণ হইয়াছে। এই সময়কালে প্রচুর পরিমাণে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার কারণেই মূলত বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের স্তর ঘন হইতেছে এবং স্থল ও সমুদ্র—উভয় ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়িতেছে ক্রমবর্ধমান হারে। এইরূপ পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন, বিশ্ব এল নিনো পর্যায়ে প্রবেশ করিবার ফলে শুষ্ক আবহাওয়া আরো কয়েক বত্সর অব্যাহত থাকিবে।
এদিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সহিত পাল্লা দিয়া উত্তপ্ত হইতেছে বৈশ্বিক রাজনৈতিক অঙ্গনও। সমকালীন বিশ্বরাজনীতিকে আগুনভর্তি কড়াইয়ের সহিত তুলনা করিলে ভুল হইবে না। ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং যুদ্ধবিগ্রহের কবলে পড়িয়া বিশ্ব যেন হইয়া উঠিয়াছে অগ্নিগর্ভ। দেশে দেশে ক্রমবর্ধিষ্ণু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্বব্যবস্থায় সমস্যা ও সংকট কেবল বাড়িতেছেই। পারস্পরিক রেষারেষি ও দাঙ্গাহাঙ্গামার মুখে পড়িয়া বিশ্বরাজনীতিতে ঘোলাটে পরিবেশ বিরাজমান। বস্তুত, ইউক্রেন যুদ্ধের রেশ কাটিতে না কাটিতেই হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ শুরুর ফলে ভূরাজনীতিতে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশ চরম আকার ধারণ করিতেছে।
২০২৪ সাল বাস্তবিক অর্থেই একটি নজিরবিহীন বত্সর। বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসেও এই বত্সর হাজির হইয়াছে টুইস্ট লইয়া! কারণ, এই বত্সরে বিশ্বের যত দেশে জাতীয় স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা পূর্বে কখনই হয় নাই। বিশ্বব্যাপী অন্তত ৬৪টি দেশ এবং ইহার পাশাপাশি সমগ্র ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভোট হওয়ার কথা চলতি বত্সর। অর্থাত্, বিশ্বের জনসংখ্যার ৪৯ শতাংশ বা অর্ধেকেই এই বত্সর ভোটে অংশগ্রহণ করিবেন। নির্বাচনের সময় সকল ক্ষেত্রেই একধরনের অস্থিরতা বিরাজ করে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঘিরিয়া ধরে চারিপাশ। এই অর্থে, আগামী দিনগুলিতে আন্তর্জাতিক পরিসর জুড়িয়া গরম বাতাসই বহিয়া যাইতে দেখিব আমরা।
বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে নানা নাটকীয়তা ও সমীকরণে শেষ হয় গত শতাব্দী। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি অর্ধশত বত্সর ধরিয়া চলা দুই বিবদমান পরাশক্তির মধ্যে কথিত শীতল যুদ্ধের রেষ ছিল শতাব্দী জুড়িয়া। ইহার পর আঞ্চলিক সংগঠনের উপর গুরুত্বারোপ করিয়া বিশ্বশান্তি ও সমতা তৈরির প্রচেষ্টা ছিল চোখে পড়িবার মতো। তবে একবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে নাইন-ইলেভেন হামলা এবং স্যামুয়েল হান্টিংটনের ক্লাস অব সিভিলাইজেশন তত্ত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিবিধি আমূল পালটাইয়া দেয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাত-হানাহানি আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরিয়া ধরে বিশ্বব্যবস্থাকে। এই শতাব্দীর যুদ্ধ-সংঘাতের লাগামহীন প্রবণতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, নূতন বিশ্বব্যবস্থা বা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের যাত্রা শুরু হইবে। এমনকি নব্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়া বিশ্ব আগাইয়া যাইতেছে বলিয়াও মনে করিতেছেন অনেকে। ইহা এমন এক বিশ্ব, যেইখানে দ্বিপক্ষীয় কিংবা বহুপক্ষীয় সকল ধরনের সম্পর্কই স্বার্থের আগুনে পুড়িয়া কেবল উষ্ণই হইয়া উঠিতেছে। বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে উল্লম্ফন ঘটিতেছে নানাবিধ সমস্যার। ভূরাজনীতির জটিল সমীকরণে পড়িয়া এই সকল দেশ যুদ্ধ না করিয়াও জড়াইয়া পড়িতেছে যুদ্ধের ঘেরাটোপে। কিছু ক্ষেত্রে যেন 'ভূমি তোমার, সরকার ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ আমার' অবস্থা বিরাজমান! উন্নয়নশীল বিশ্ব তো বটেই, অনেক উন্নত দেশও সংগ্রাম করিতেছে অবস্থার উত্তরণে। তবে একদিকে জলবায়ুর তাণ্ডব এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা—এই দুইয়ের প্রকোপে বিশ্বের অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইবে, তাহাই দুশ্চিন্তার বিষয়।

•••••••••••••

ট্রাম্প কি 'রোমান সাম্রাজ্য' গড়ার পথে হাঁটছেন

অনেকেই আশা করেছিলেন যে ভূখণ্ড বা ভৌগোলিক সীমারেখা সম্প্রসারণ নিয়ে ট্রাম্পের কথাবার্তা শুধু ফাঁকা বুলি, যা মিইয়ে যাবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ঘন ঘন যেসব ভূখণ্ড দখল করার কথা বলছেন, তা ফাঁকা বুলি হিসেবে উপেক্ষা করা বা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ট্রাম্প বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলেছেন যে আমেরিকা গ্রিনল্যান্ড নিয়ে নেবে। তিনি পানামা খাল ফিরিয়ে নেওয়ার কথাও জোরেশোরে উচ্চারণ করেছেন। কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম অঙ্গরাজ্য করার কথা বারবারই বলছেন। আর গেল সপ্তাহে তিনি গাজার মালিকানা দাবি করে বসেছেন। লিখেছেন **গিডিয়ন রাখম্যান**।

আপনারা তো নয়া উদারতাবাদ ও নয়া রক্ষণশীলতার কথা শুনেছেন। আর এখন আপনাদের নয়া সাম্রাজ্যবাদের জমানায় স্বাগত জানাতে হচ্ছে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণকালে সূচনা বক্তব্যে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর দেশ আবার নিজেকে 'একটি উদীয়মান জাতি হিসেবে বিবেচনা করবে, এমনভাবে তা করবে যেন আমাদের সম্পদ বাড়ে, আমাদের ভূখণ্ড সম্প্রসারিত হয়।'
অনেকেই আশা করেছিলেন যে ভূখণ্ড বা ভৌগোলিক সীমারেখা সম্প্রসারণ নিয়ে ট্রাম্পের কথাবার্তা শুধু ফাঁকা বুলি, যা মিইয়ে যাবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ঘন ঘন যেসব ভূখণ্ড দখল করার কথা বলছেন, তা ফাঁকা বুলি হিসেবে উপেক্ষা করা বা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।
ট্রাম্প বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলেছেন যে আমেরিকা গ্রিনল্যান্ড নিয়ে নেবে। তিনি পানামা খাল ফিরিয়ে নেওয়ার কথাও জোরেশোরে উচ্চারণ করেছেন। কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম অঙ্গরাজ্য করার কথা বারবারই বলছেন। আর গেল সপ্তাহে তিনি গাজার মালিকানা দাবি করে বসেছেন।
এভাবে বিভিন্ন ভূখণ্ড দখল করার বিষয়ে ট্রাম্পের প্রবল বাসনা তাঁর অনেক সমর্থককেও হতভম্ব করেছে। কিন্তু বৈশ্বিক প্রবণতার অংশ হিসেবে দেখলে ট্রাম্পের এই সম্প্রসারণবাদী অভিলাষ বুঝতে পারা সহজ হয়। যে দুজন বিশ্বনেতাকে তিনি তাঁর সত্যিকারের সতীর্থ হিসেবে দেখেন, তাঁরাও ভৌগোলিক সীমারেখা বাড়ানোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে মনে করেন আর নিজেদের বিরাটত্বের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন। এই দুজন হলেন ভ্লাদিমির পুতিন ও সি চিন পিং।
রাশিয়ার সরকারি লোকজন প্রায়ই ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধকে তাঁদের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যৌক্তিক বলে দাবি করেন। কিন্তু পুতিন নিজে এই ধারণায় প্রবলভাবে মোহাবিষ্ট যে ইউক্রেন কোনো পূর্ণাঙ্গ দেশ নয়, বরং 'রুশ বিশ্বের' অংশ। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লেভরভ একবার বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে ইউক্রেনে অভিযান চালানোর আগে পুতিন তাঁর তিনজন উপদেষ্টার কথা শুনেছেন। তাঁরা হলেন: আইভান দ্য টেরিবল, পিটার দ্য গ্রেট ও ক্যাথরিন দ্য গ্রেট। এই তিন রুশ শাসকই [জার] রুশ ভূখণ্ডের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। আর [জেরিনা] ক্যাথরিন তো ইউক্রেনের অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন।
পুতিন স্পষ্টতই পুরোনো রুশ সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ডের মানে ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং সম্ভবত আরও পশ্চিমে অগ্রসর হতে চান।
একইভাবে সি মনে করেন যে তাইওয়ানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা চীনের জাতীয় অভীষ্ট এবং তাঁর নিজের এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সম্প্রতি এক ভাষণে তিনি দাবি করেছেন: 'তাইওয়ান হলো চীনের পবিত্র ভূখণ্ড।'
সি এ-ও বলে আসছেন যে তাইওয়ানের বিষয়টি আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলতে দেওয়া যায় না। বরং চীনের সঙ্গে একীভূত হওয়ার কাজটি সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে তিনি এক যুগান্তকারী অর্জন সাধন করবেন, যা তাঁকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সে-তুংয়ের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারে।
সাম্রাজ্য বিষয়ে ট্রাম্পের আগ্রহ অবশ্য সাম্প্রতিক কালের। তাঁর উপদেষ্টারা এখন চেষ্টা করছেন গ্রিনল্যান্ড, পানামা ও গাজা নিয়ে তাঁর বিবৃতিগুলোকে অতীতের জের টেনে যেক্তিকতা দেওয়ার। একে বলা হয় 'সেনওয়াশিং' [যার মানে হলো, কোনো অযৌক্তিক, উগ্র বা পাগলাটে লোকের কথাবার্তা বা চিন্তাভাবনাকে খানিকটা যৌক্তিক বা স্বাভাবিক দেখানোর প্রয়াস, যদিও বাস্তবে সেটা তা নয়।]
পুতিনের বিষয়ে এটা বলা যায় যে প্রথম দিকে তাঁর সাফাই গাওয়া লোকজন জাতীয় নিরাপত্তার বয়ানের আবরণে তাঁর চিন্তা ও পদক্ষেপকে যেক্তিকতা দিয়েছে।
এখন গ্রিনল্যান্ডে তো মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে। আর চীনারা পানামা খালের আশপাশেই ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু কানাডা বা গাজা নিয়ে ট্রাম্পের পক্ষে কী সাফাই গাওয়া যায়? এখানে এসে যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা তো উদাসীনদের কিংবা বিদ্রূপের হাসি হেসে থাকে এমন সব লোকের কাছে চলে গেছে।
ট্রাম্পের ভূখণ্ড সম্প্রসারণের কোনো গ্রহণযোগ্য কৌশলগত যৌক্তিকতা না থাকায় একমাত্র বিকল্প ব্যাখ্যা হলো তাঁর ব্যক্তিগত মহিমা প্রতিষ্ঠা করা। যদি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার কোনো এক রহস্যজনক কারণে তাঁর হাতে না ওঠে, তাহলে আমেরিকার ভূসীমা সম্প্রসারণের কৃতিত্ব হিসেবে ট্রাম্প অন্তত দক্ষিণ ডাকোটায় মাউন্ট রুশমোরে খোদাই করা জর্জ ওয়াশিংটন, থমাস জেফারসন, থিওডোর রুজভেল্ট ও আব্রাহাম লিংকনের আবক্ষ প্রতিকৃতির পাশে নিজের চেহারা খোদাই করে রাখতে পারবেন!

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লেভরভ একবার বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে ইউক্রেনে অভিযান চালানোর আগে পুতিন তাঁর তিনজন উপদেষ্টার কথা শুনেছেন। তাঁরা হলেন: আইভান দ্য টেরিবল, পিটার দ্য গ্রেট ও ক্যাথরিন দ্য গ্রেট। এই তিন রুশ শাসকই [জার] রুশ ভূখণ্ডের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। আর [জেরিনা] ক্যাথরিন তো ইউক্রেনের অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। পুতিন স্পষ্টতই পুরোনো রুশ সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ডের মানে ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং সম্ভবত আরও পশ্চিমে অগ্রসর হতে চান।

একইভাবে সি মনে করেন যে তাইওয়ানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা চীনের জাতীয় অভীষ্ট এবং তাঁর নিজের এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সম্প্রতি এক ভাষণে তিনি দাবি করেছেন: 'তাইওয়ান হলো চীনের পবিত্র ভূখণ্ড।' সি এ-ও বলে আসছেন যে তাইওয়ানের বিষয়টি আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলতে দেওয়া যায় না। বরং চীনের সঙ্গে একীভূত হওয়ার কাজটি সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে তিনি এক যুগান্তকারী অর্জন সাধন করবেন, যা তাঁকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সে-তুংয়ের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারে। সাম্রাজ্য বিষয়ে ট্রাম্পের আগ্রহ অবশ্য সাম্প্রতিক কালের। তাঁর উপদেষ্টারা এখন চেষ্টা করছেন গ্রিনল্যান্ড, পানামা ও গাজা নিয়ে তাঁর বিবৃতিগুলোকে অতীতের জের টেনে যেক্তিকতা দেওয়ার। একে বলা হয় 'সেনওয়াশিং' [যার মানে হলো, কোনো অযৌক্তিক, উগ্র বা পাগলাটে লোকের কথাবার্তা বা চিন্তাভাবনাকে খানিকটা যৌক্তিক বা স্বাভাবিক দেখানোর প্রয়াস, যদিও বাস্তবে সেটা তা নয়।]

কোনো রকম যৌক্তিকতার তোয়াক্কা না করে ট্রাম্প যে আমেরিকার ভূসীমা বাড়াতে উদ্‌গ্রীব, তা আরো পরিষ্কার হয়ে গেছে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটেই ফ্রেডরিখসেনের সঙ্গে তাঁর জঘন্য ফোনালাপের পর। গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব ছাড়া তিনি অন্য যেকোনো কিছু ট্রাম্পের চাহিদা অনুসারে কমবেশি দিতে সম্মত আছেন। যেমন যুক্তরাষ্ট্র যদি সামরিক ঘাঁটি বাড়াতে চায় বা খনিজ সম্পদের মালিকানা চায়। কিন্তু ট্রাম্প ওসবে তুষ্ট নয়। গ্রিনল্যান্ড তাঁর চাইই।
ট্রাম্পের কানাডা বা গাজা দখল করে নেওয়াটা আপাত-অসম্ভব, কিন্তু পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড নয়। আমেরিকার সেনা নামলে তাদের সামনে পানামাবাসী বা ডেনিশরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়বে।
যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের নেতৃত্ব যখন সম্প্রসারণবাদী উচ্চাভিলাষী মানুষের হাতে, তখন বিষয়টি বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য খুবই বিবর্ণ। বিশ্ব সম্ভবত সেই সময় থেকে সরে যাচ্ছে, যখন ছোট দেশগুলো আন্তর্জাতিক আইনের সুরক্ষা দাবি করতে পারে।
প্রাচীন গ্রিস ইতিহাসবিদ থুসিডাইস তো বলে গিয়েছিলেন: 'শক্তিশালীরা যা পারে, তা-ই করবে আর দুর্বলরা আক্রান্ত হবে, যা তাদের হতেই হবে।'
এ রকম একটি বিশ্ব হয়তো বা বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে এক অস্বস্তিকর শান্তির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হবে তাদের প্রভাববলয়ের ভিত্তিতে। যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম গোলার্ধেই মনোনিবেশ করবে, রাশিয়ার নজর থাকবে পূর্ব ইউরোপে আর চীনের পূর্ব এশিয়ায়। ১৯ শতকে বৃহৎ শক্তিরা সারা দুনিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার জন্য রীতিমতো বৈশ্বিক সম্মেলনও করেছিল। যেমন: ১৮৮৪-৮৫ সময়কালে বার্লিনে তারা সমবেত হয়েছিল আফ্রিকা ভাগ-দখল করার জন্য। তবে এই ধরনের বণ্টন-দখল অন্তর্নিহিতভাবেই অস্থিতিশীল। ১৯ শতকে বৃহৎ শক্তিগুলোর বোঝাপড়া ২০ শতকে এসে ভেঙে পড়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেয়।
সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের উত্থান অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জন্যও তাৎপর্যবাহী। সাম্রাজ্য মানে সম্রাটও। পুতিন ও সির সম্প্রসারণবাদী পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে দেশের ভেতরে ব্যক্তি বন্দনা ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের হাত ধরে। ট্রাম্পের বিদেশবিষয়ক অভিলাষ মিলিত হয়েছে ভেতরকার নিজস্ব শত্রুকে নির্মূল করার লক্ষ্যের সঙ্গে।
এই নির্মূলকরণের বেশির ভাগটাই আবার করছেন ইলন মাস্ক। তিনি আবার বলেছেন যে তিনি প্রতিদিনই রোমান সাম্রাজ্যের কথা ভাবেন। আমেরিকার হয়তো একজন 'হাল আমলের সুল্লা' প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। লুসিয়াস সুল্লা ফেলিক্স ছিলেন একজন রোমান স্বৈরশাসক যিনি রাষ্ট্রকে সংস্কার করার পাশাপাশি শত শত বিরোধীদের হত্যা করেছিলেন।
তো? আপনাকে কিন্তু সতর্ক করা হয়েছে।

গিডিয়ন রাখম্যান ফিন্যান্সিয়াল টাইমস-এর (এফটি) পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রধান কলামিস্ট। এফটি থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে রূপান্তর

টোবিয়াস বুন্ডে ও সোফি আইজেনট্রাউট

এক মেরু দুই মেরুর দিন শেষ, দুনিয়া এখন..

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি নতুন ধারা দেখা যাচ্ছে। সেই ধারায় কয়েকটি বড় শক্তির বদলে আরও বেশ কিছু দেশ বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। একে বলা হচ্ছে 'বহু মেরুকরণ'।
এর অর্থ হচ্ছে, বিশ্ব এখন একক বা গুটিকয় পরাশক্তির নিয়ন্ত্রণে নেই; বরং অনেক দেশ মিলে বৈশ্বিক বিষয়ে প্রভাব ফেলছে। এই পরিবর্তনের উদ্বেগজনক দিক হলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং দেশগুলোর ভেতরেও বিভাজন বা মতপার্থক্য বাড়ছে। প্রতিটি দেশ ভবিষ্যতের বিশ্বব্যবস্থা কেমন হবে, সে বিষয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছে। এটি পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধান কঠিন করে তুলছে।
আসলে বিশ্বরাজনীতিতে এখন দুটি শিবির স্পষ্টভাবে গড়ে উঠছে। একদিকে রয়েছে গণতান্ত্রিক দেশগুলো, অন্যদিকে স্বৈরশাসিত দেশগুলো। বিশেষ করে, মানবাধিকার, বৈশ্বিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এই বিভাজন আরও গভীর হচ্ছে।
বিশ্ব এখন বহু মেরুকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। আর এর সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভাজনও গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিভাজন কমিয়ে কীভাবে স্থিতিশীলতা আনা যায়—এই প্রশ্নের জবাবের ওপর ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তা নির্ভর করছে
এ ছাড়া কিছু নতুন শক্তিশালী দেশও নিজেদের মতো করে অঞ্চলভিত্তিক প্রভাব বিস্তার করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাশিয়া ইউরেশিয়ায় (ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগ অঞ্চল) নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। চীন তার 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এর মাধ্যমে পূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। ফলে বিশ্বব্যবস্থার একক নিয়মকানুন ও সহযোগিতার কাঠামো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। তার পরিবর্তে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হচ্ছে।
শুধু আন্তর্জাতিক রাজনীতি নয়, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরেও বিভাজন বা বিভক্তি বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আবার ক্ষমতায় আসা বিভাজনমূলক রাজনীতির নতুন শক্তিকে প্রকাশ করছে। এটি ইউরোপসহ অন্য সেসব দেশে অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে আরও উজ্জীবিত করবে, যেখানে 'আমরা বনাম ওরা' মানসিকতা গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে। অনেকের ধারণা, উদারনৈতিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা শুধু নিজ দেশের অভিজাত শ্রেণিকেই নয়, বরং বিদেশের নতুন শক্তিগুলোকেও (বিশেষ করে চীনকে) অন্যায্য সুবিধা দিয়েছে। এতে পশ্চিমা দেশগুলোর দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা আরও বাড়ছে। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বিভাজন সরকারগুলোর কার্যক্ষমতা ব্যাহত করছে এবং তাদের নীতি গ্রহণের সুযোগ সীমিত করে ফেলছে। ফলে গণতান্ত্রিক নেতারা বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদার করতে পারছেন না। অন্যদিকে কর্তৃত্ববাদী জনতুষ্টিবাদী নেতাদের জন্য বিভক্ত আন্তর্জাতিক পরিবেশ তাঁদের 'সবার বিরুদ্ধে সবাই' ভাষ্যকে আরও জোরদার করছে। এটি তাঁদের পক্ষে যাচ্ছে। তাই তাঁরা দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য গঠনে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাড়তে থাকা রাজনৈতিক বিভাজনের এই প্রেক্ষাপটে অনেক দেশের (বিশেষ করে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর) বহু মেরুর বিশ্বের প্রতি যে আশা ও প্রত্যাশা ছিল, তা পূরণ না-ও হতে পারে। যে বহু মেরুর বিশ্ব গড়ে উঠছে, তা যদি অভিন্ন নিয়ম ও প্রতিষ্ঠান ছাড়া পরিচালিত হয়, তাহলে এটি দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠতে পারে।
শক্তিশালী দেশগুলোর পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এবং তুলনামূলক শান্তি ও স্থিতিশীলতার নতুন যুগ শুরু করার কথা ছিল। তার বদলে তারা বহু মেরুত্ব (মাল্টিপোলারিটি) বরং অস্থিতিশীলতা বাড়ানোর ঝুঁকি তৈরি করছে। এটি নতুন অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও বাণিজ্যযুদ্ধ উসকে দিতে পারে, চলমান গৃহযুদ্ধগুলো দীর্ঘায়িত করতে পারে, এমনকি এটি বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে যুদ্ধের বীজও বপন করতে পারে।
এ অবস্থায় বিশ্বের জন্য সবচেয়ে দরকার হলো রাজনীতিকে 'পোলারাইজ' (বিভক্ত) না করা। তবে এটি কীভাবে অর্জিত হবে বা কে এ প্রচেষ্টার জন্য প্রস্তুত হবে, তা স্পষ্ট নয়। কিছু লোক বিশ্বাস করেন, যদি বৈশ্বিক শাসনকাঠামো নতুন শক্তির কেন্দ্রগুলোকে গ্রহণ করে, তাহলেই বহু মেরুত্বজনিত বিভক্তিগুলো দূর করা সম্ভব হবে। বিশ্বের কিছু শক্তিশালী দেশ এমন একটি বড় ধরনের চুক্তি করতে আগ্রহী হয়নি, যা সবার জন্য উপকারী হবে। বরং তারা বিশ্বরাজনীতির বিভক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে।
বিশ্ব এখন বহু মেরুকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। আর এর সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভাজনও গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিভাজন কমিয়ে কীভাবে স্থিতিশীলতা আনা যায়—এই প্রশ্নের জবাবের ওপর ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তা নির্ভর করছে। এই পরিবর্তন অবশ্যই নিজ নিজ দেশের ভেতর থেকেই শুরু করতে হবে।

টোবিয়াস বুন্ডে বার্লিনের হার্টি স্কুলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার অধ্যাপক এবং সোফি আইজেনট্রাউট মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সের গবেষণা ও প্রকাশনার প্রধান স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

বাগনানে খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টা স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগনান

আপনজন: হাওড়ায় স্ত্রী-কে খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টা স্বামীর।মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বাগনান থানার রামচন্দ্রপুরে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম নার্গিস পারভিন (২৩)।
তাঁর বাড়ি বাগনান থানার খাজুরনান গ্রামে।
ঘটনায় ইতিমধ্যেই মৃত বধূর স্বামী আজাদ খানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে।নার্গিসের মা মাজেদা বেগম বলেন, 'আমি মেয়েকে ওঁর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু ও শুনল না।' আজাদের কঠোর শাস্তির দাবি করেন তিনি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, নার্গিসের অন্যত্র বিয়ে হয়েছিল আট বছর আগে। তাঁর এক সন্তানও রয়েছে। সম্প্রতি বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাঁর। এরপর গ্রামেরই বাসিন্দা আজাদকে বিয়ে করেন তিনি। মাস চারেক আগে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয় তাঁদের।যদিও আজাদের পরিবার নার্গিসের সঙ্গে এই সম্পর্ক মেনে নেয়নি। তা নিয়ে নার্গিস-আজাদের অশান্তি চরমে উঠেছিল।
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার নার্গিস হুগলির আরামবাগে তাঁর মামার বাড়িতে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। দুপুরে ঘুরতে যাওয়ার নাম করে আজাদ ফোনে করে নার্গিসকে ডেকে নেন রামচন্দ্রপুর খালের কাছে। সেখানে তাঁকে ডেকে শ্বাসরোধ করে খুন করে আজাদ, অভিযোগ এমনটাই। পরে দেহ লোপাটের জন্য খালের পাড়ে পুঁততে গেলে তা নজরে পড়ে স্থানীয়দের। তারা হাতেনাতে আজাদকে ধরে ফেলে। খবর দেওয়া হয় বাগনান থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে এবং আজাদকে গ্রেপ্তার করে।

শিক্ষা খাত নিয়ে উষ্মা প্রকাশ নওশাদের, বরাদ্দ টাকা খরচ হওয়া নিয়ে তুললেন প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হল বুধবার। বাজেট নিয়ে সমালোচনা করল পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আইএসএফ।
এদিনের বাজেট উপস্থাপনের সময় বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন নওশাদ সিদ্দিকী। বাজেট পেশ শেষে নওশাদ অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা দিয়ে শেষ করে চমক দেবার চেষ্টা হলেও বাজেটে নতুন চাকরির কোন কথা নেই। এই রাজ্য থেকে লক্ষ, লক্ষ দক্ষ শ্রমিক অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। এই রাজ্যে তারা তাদের দক্ষতা দেখাতে পারছেন না কাজ নেই বলেই। তার অদক্ষ কোন কাজ কিংবা অস্থায়ী কাজ নিয়ে অভিবাসী শ্রমিক হচ্ছেন। এই বাজেট এই সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারেনি।
নওশাদরে আরও অভিযোগ কোটি, কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন না। নওশাদ আরও বলেন, , স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার, সেটা নিয়ে বাজেটে ছিঁটেফোটা কথা নেই। শিক্ষাক্ষেত্রেও কোন নতুন কথা নেই। কোভিড পরবর্তী সময়ে আমাদের রাজ্যে স্কুলছুটের সংখ্যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। সেই জায়গা থেকে আমরা দেখছি আমাদের বিদ্যালয়ের জন্য কোন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে না। শিক্ষক নিয়োগ কার্যত বন্ধ, অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ হচ্ছে না। ল্যাবেরোটরি, লাইব্রেরিতে পরিকাঠামো নেই। সেই খাতে টাকাও নেই।
কৃষিক্ষেত্রে চাষবাস বন্ধ করে কৃষক অন্য কাজে যোগ দিতে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে নওশাদ বলেন, অভিবাসী শ্রমিকের একটা বড় অংশই হচ্ছে কৃষক। রাজ্য সরকারি কর্মীরা বকেয়া মহার্ঘ ভাতার জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন চালাচ্ছেন। প্রধানত তার চাপেই বাজেটে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ'র হারের সঙ্গে রাজ্যের কর্মচারীদের ফারাক এখনও ৩৫ শতাংশ রইল।
নওশাদের বক্তব্য, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও আদিবাসী উন্নয়নেও টাকা বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে শেষ পর্যন্ত টাকাগুলি খরচ হয় না। সংখ্যালঘু দপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রায় ৫ হাজার ৬০০ কোটি বরাদ্দ হয়েছে। আদিবাসীদের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয়, তার ৩০ শতাংশও রাজ্য সরকার খরচ করে না।
সুতরাং প্রতি বছরই এই প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়। অর্থও বরাদ্দ হয়। তাহলে টাকাগুলি যায় কোথায়?
এদিকে ঋণভারে জর্জরিত রাজ্য। এবার আরো ঋণের বোঝা চেপেছে। রাজ্য সরকারের মোট ঋণ ২০২৩-২৪ ছিল ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার কোটি টাকা, ২০২৪-২৫ সালে সেটা দাঁড়াল ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার কোটি টাকায়। এই অর্থবর্ষে সেটা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৭ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা। সরকার নতুন করে বাজার থেকে ঋণ নেবে ৮১ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা। রাজ্যের প্রতিটি অধিবাসীর মাথা পিছু প্রায় ৬০ হাজার টাকার ঋণ। এই ঋণ কি সরকারের খেলা মেলা ও উৎসবের পেছনেই ব্যয় হচ্ছে? এই প্রশ্ন খুব নওশাদের মতে, তাই বাজেট আসে, বাজেট যায়। বড়, বড় টাকার অঙ্ক দেখানো হয়। মানুষের জীবনের কিন্তু কোন মানোন্নয়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বরং, মান নেমে যাচ্ছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, ন্যূনতম নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস পাচ্ছে।

নিউ ফারাক্কা থেকে জাল নোট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের নিউ ফারাক্কা স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ জালনোট উদ্ধার। গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক যুবককে। মঙ্গলবার রাতেই জালনোট সহ নিউ ফারাক্কা স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।। ধৃতের কাছ থেকে মোট চার লক্ষ ৯২ হাজার ৫০০ টাকা জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যদিও তদন্তের স্বার্থে ধৃত যুবকের নাম পরিচয় গোপন রেখেছে রেল পুলিশ। বুধবার দুপুরে নিউ ফারাক্কা রেলওয়ে স্টেশনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিলিগুড়ি রেল পুলিশ ডিএসপি পারিজাত সরকার জানিয়েছেন, হাতে ব্যাগ করে জালনোটগুলো নিয়ে গভীর রাতে নিউ ফারাক্কা স্টেশনের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল ওই যুবক। তখনই তাকে আটক করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বোলপুরে বহুতলে অগ্নিকান্ডে ফরেনসিক দল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূমের বোলপুরে শ্রীনিকেতন রোডের উপর পাঁচতলা বহুতল আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে পুড়ে দুজনের মৃত্যু হয়, সাত জন জখম।
অভিশপ্ত বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে ঘটনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছলো ফরেনসিক দল। দুর্গাপুর থেকে আশা ফরেন্সিক দলে রয়েছেন চারজন। বোলপুর শহরের ইতিহাসে এই প্রথম সোমবার ভর সন্ধ্যায় বাঁধগোড়া এলাকায় রাস্তার উপর একটি বহু তলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় আগুনে পুড়ে দুজনের মৃত্যু হয়। জখম হয় সাতজন। বোলপুর মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি। বোলপুরে বহুতল আবাসনে ভয়াবহর অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতেই বুধবার অভিশপ্ত বহুতলে এসে পৌঁছল ফরেনসিক দল। ঘটনাস্থলে রয়েছেন বোলপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রিকি আগারওয়াল, বোলপুর থানার আইসি সহ প্রচুর পুলিশ বাহিনী।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিএমওএইচ বদলি হতেই খুশিতে মিষ্টি বিতরণ পুরসায়

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির পুরসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিএমওএইচ চলে যাবার খুশিতে মিষ্টি বিতরণ করল এলাকার কয়েকজন মানুষ। হাসপাতালের স্টাফদের মিষ্টিমুখ করিয়ে আনন্দ ভাগ করে নিলেন তাঁরা।
পাশাপাশি শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন নতুন বিএমওএইচ ডা. সব্যসাচী সিকদারের সাথে।
স্থানীয় বাসিন্দা সেখ সাগর ও নাজমুল জামাদার জানান, পূর্ববর্তী বিএমওএইচ ডাঃ পায়েল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে হাসপাতালে পরিষেবার অবনতির অভিযোগ ছিল তাঁদের। তাঁর অপসারণের দাবিতে তাঁরা সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগও জমা দিয়েছিলেন। শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নয়, হাসপাতালের অধিকাংশ কর্মীরাও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। অবশেষে দীর্ঘ সাত মাস প্রতীক্ষার পর রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে গত ৩০শে জানুয়ারি এক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। সেখান থেকেই তাঁরা জানতে পারেন, ডাঃ পায়েল বিশ্বাসকে সরিয়ে ডাঃ সব্যসাচী সিকদারকে নতুন বিএমওএইচ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
বুধবার থেকে নতুন বিএমওএইচ হাসপাতালে দায়িত্ব নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এমন খবরে খুশি হয়েছেন এলাকার মানুষ সহ হাসপাতালের কর্মীরা।
এদিকে, নতুন বিএমওএইচ ডাঃ সব্যসাচী সিকদার জানিয়েছেন, "এখানকার সাধারণ মানুষ যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন, তা খতিয়ে দেখতে আমি সবার সঙ্গে বসে আলোচনা করব। চেষ্টা করব যাতে আগের পরিস্থিতি ফিরে আসে।" তিনি আরও বলেন, "এলাকার মানুষদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, যেকোনো সমস্যা হলে তাঁরা সরাসরি বিএমওএইচ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় আত্মঘাতী হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাসন্তী

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় আত্মঘাতি এক ছাত্রী সুন্দরবনের বাসন্তীতে।ইংরাজি পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় মুষড়ে পড়েছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মঙ্গলবার বাড়ি আসার পর থেকে কারও সঙ্গে তেমন কথাও বলেনি সে। পরে বিষ খেয়ে 'আত্মঘাতী' হয় ওই ছাত্রী। মৃতের নাম রুমা নস্কর (১৪)। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর পঞ্চায়েতের সজিনাতলা এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,রুমা নস্কর বাসন্তী সেন্ট টেরিজা গার্লস হাইস্কুলের এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। তাঁর পরীক্ষার সিট পড়ে ছিল সোনাখালি উচ্চমাধ্যমিক হাই স্কুলে। সোমবার বাংলা পরীক্ষা তাঁর ভালো হয়েছিল। মঙ্গলবার ছিল ইংরাজি পরীক্ষা।সেইপরীক্ষা ভালো হয়নি বলে পরে জানা যায়। বাড়িতে এসে মানসিক অবসাদে ভুগছিল রুমা।বাড়িতে ফিরে সে পরিবারের লোকদের সঙ্গে তেমন কোনও কথাও বলেনি বলে খবর। এই নিয়ে পরিবারের সদস্যরাও তাকে কিছু বলেননি।রাতের দিকে হঠাৎ করেই রুমার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তখনই জানা যায় রুমা বিষ খেয়েছে। বাড়িতেই ইদুর মারার বিষ ছিল। সকলের অলক্ষ্যে বিকেলে সেই বিষ খেয়েছিল ওই ছাত্রী। রাতে সেই কথা জানার পরেই দ্রুত তাকে নিয়ে বাসন্তী ব্লক গ্রামীন হাসপাতালে যান পরিবারের সদস্যরা। প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় সেখানেই । যদিও ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বুধবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। সেখানে যাওয়ার পথেই মারা যায় ওই পরীক্ষার্থী।আর এই ঘটনায় পরিবারের লোকেরা ভেঙে পড়েছেন। ছাত্রীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। এই দুঃসংবাদে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও হতবাক। পড়াশোনায় ওই ছাত্রী ভালো ছিল বলেই খবর। বাসন্তী থানার পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

কাঠের সেতু নতুন করে গড়া হচ্ছে, গ্রামবাসীদের দাবি কংক্রিটের সেতু

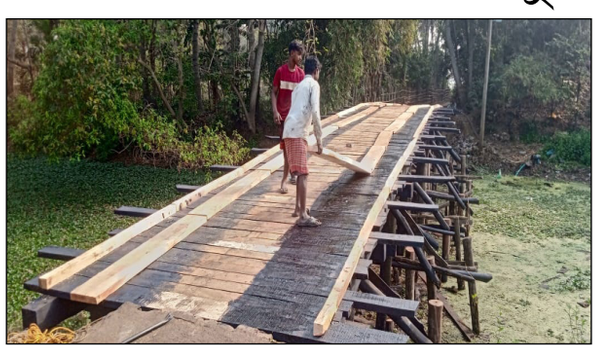

বাবু হক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলার জয়পুর থানার আমতা দুই ব্লকের অমরাগড়ি জিপির ঘনশ্যাম চক ওস্তাদজী পাড়ার নিকট জল নিকাশি খালের উপর এলাকায় প্রথম কাঠের নতুন পোল তৈরি করে রাজ্যের সেচ বিভাগ ২০১২ সালে।
সেই থেকে প্রায় চার বছর পর কাঠের পোল সংস্কার করা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সাম্প্রতিক বন্যার কারণে নতুন করে কাঠের পোল নষ্ঠ হয়ে যায়অ সেটি আবার নতুন করে তৈরি করা চলছে।
এলাকায় গিয়ে দেখা গেল ঘনশ্যাম চক খানকাহ পাক কুল মশায়খানে তরীকতের জুমলা পীরের আস্তানা ও হজরত কোরবান শাহ্ ওলী আউলিয়ার বংশধর পীরে কামেল শাহ্ সুফি সাধক হজরত সেখ আব্দুল ওয়াহেদ চিস্তি ও কাদেরীর মাজার শরীফ ও ত্বদীয় খলিফা মেজলা শাহজাদা গদ্দিনশিন পীরে কামেল শাহ সুফি হজরত সেখ মহম্মদ জহুরুল হক চিস্তি ও কাদেরীর মাজার শরীফ প্রায় দিন ও বাৎসরিক ওরশ মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বিদেশের বহু ভক্ত মুরিদান মেহমান ও দর্শনার্থীরা আসেন।
কিন্তু পথ ঘাট বা নতুন করে পাকা কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করা হয়নি বলে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। পুনরায় নতুন করে কাঠের পোল তৈরি করা চলছে বলে জানান এক গৃহবধূ আম্বিয়া বেগম। তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানান ও আশাবাদী সরকারের বিভাগের আধিকারিক বর্গদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বোমা বাজি, ব্লক তৃণমূল নেতাসহ ধৃত ৯

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মঙ্গলবার কাঁকড়তলা থানার জামালপুর গ্রামে বোমাবাজির জেরে কাঁকড়তলা থানার পুলিশ নয় জনকে গ্রেফতার করে। বুধবার ধৃতদের দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতজনকে জেল হেফাজত এবং দুই জনকে দুই দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠায়। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে হজরতপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সদস্য স্বপন সেন। উল্লেখ্য গতকাল বালির বখরা নিয়ে কাঁকরতলা থানার জামালপুর গ্রামে সকাল থেকে চলে বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বোমাবাজি। যার ফলে সেখ সাত্তার আলি নামে এক ব্যক্তির একটি পা উড়ে যায়। এদিকে উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাঁকরতলা থানার ওসি পূর্ণেন্দু বিকাশ দাসকে সিউড়ি পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে।

লেদার কমপ্লেক্স এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: এবার লেদার কমপ্লেক্স এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুষ্কৃতি হামলা, ধারালো অস্ত্রে আহত ঐ ব্যবসায়ী।বুধবার সাতসকালে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে থানার ভাটিপোতায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুষ্কৃতি হামলা হয়।ধারালো অস্ত্র দিয়ে ঐ ব্যবসায়ীকে কোপানোর অভিযোগ ওঠে।আহত মালেক মোল্লা বর্তমানে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
ঘটনাস্থলে যায় লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকালে আনুমানিক সকাল সাতটা নাগাদ ফোন করে একব্যক্তি বাইক নিয়ে মালেক মোল্লার বাড়িতে আসে। কয়েক মিনিটের মধ্যে হঠাৎই বাড়ির ভিতর থেকে চিৎকার শুরু হয়। আশেপাশের লোকজন ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই আততায়ী পালিয়ে যায়। কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে আহত মালেক মোল্লাকে কলকাতার এক বেসরকারি নার্সিং হোমে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। আর এই ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কে পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষজন। নিরাপত্তার অভাবে আতঙ্কে এলাকারসাধারণ মানুষ। দুষ্কৃতিকে গ্রেফতারের দাবি আত্মীয়দের। আহত ব্যবসায়ীর আত্মীয় সাইফুদ্দিন সরদারবলেন, আমরা যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছি। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি আমরা। বুধবার সকালে মালেকের বাড়িতে ব্যক্তি দেখা করতে আসেএকজন। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় ওকে উদ্ধার করা হয়। আমরা চাই পুলিশ প্রশাসন সঠিক তদন্ত করে দোষীকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিক। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন নাবালিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কুলতলি

আপনজন: বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন নাবালিকা কে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।ঘটনা টি ঘটেছে কুলতলি থানা এলাকার।
অভিযুক্ত সম্পর্কে পাড়ার কাকা ।অভিযোগ বাড়িতে তখন কেউ ছিলেন না বাড়ি একাই ছিলেন ওই নাবালিকা। নাবালিকার বাবা ও মা ছিলেন বাইরে,দিদি গিয়েছিলেন ব্যাংকে । ওই সুযোগে প্রতিবেশী বাড়ির মধ্যে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। নাবালিকার চিৎকার শুনতে পান প্রতিবেশীরা ।প্রতিবেশী এক কাকা গিয়ে দেখেন ঘরে সদর দরোজা তালা লাগানো , পাঁচিল টপকে ঘরে মধ্যে দেখেন গিয়ে দেখেন ঘরের মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় চিৎকার করছে নই নাবালিকা, ঘরের মধ্যেই রয়েছেন অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি। শুরু হয় বেধড়ক মারধর খবর পেয়ে কুলতলি থাকার পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে পরে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।ধৃতের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। এ বিষয়ে নির্যাতিতার দিদি তিনি জানান, গতকালকের আমি বাড়িতে ছিলাম না ব্যাংকে গিয়েছিলাম সেই সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী কাকা সম্পর্কে হয় অভিযুক্ত ব্যক্তি বাড়িতে গিয়ে আমার বোনের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটায় ।এরপর স্থানীয়রা যখন খবর দেয় আমি গিয়ে দেখি আমার বোন বিছানায় শুয়ে রয়েছে। আমি চাই অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। এই বিষয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলা র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল রূপান্তর সেনগুপ্ত তিনি জানান, ইতিমধ্যেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখছি।

'গল্প ১০৩' সংকলন প্রকাশ সাড়ম্বরে

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলায় প্রকাশিত হয়েছে 'গল্প ১০৩'।সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত রাম কুমার মুখোপাধ্যায়। যার মূল্য মাত্র ১৫০০ টাকা।বলিশার্সে।বলা ভালো একেবারেই ভিন্ন চরিত্রের এই বইয়ে একশো তিন জন বিশিষ্ট কথাকারের লেখায় সমৃদ্ধ বাংলা গল্পের এই রত্নভাণ্ডার। পশ্চিমবঙ্গ সহ অসম, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য রাজ্যের লেখকদের গল্প আছে এখানে। স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালি জীবনের তিনটি পর্বের অন্তরঙ্গ ছবি এবং তার কথাভাষ্য এই বইটি। এতখানি ভৌগোলিক বিস্তার ও নান্দনিক বৈচিত্র্য নিয়ে দু-মলাটের মধ্যে কোনো গল্প-সংকলন বাংলা ভাষায় এর আগে প্রকাশিত হয়নি বলে দাবি করেছে পাবলিশার্স।

মহিলা নির্যাতনের দায়ে পঞ্চায়েত সদস্য!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ এক মহিলাকে অপহরণ ও নির্যাতন করার। গ্রেপ্তারও হন তিনি। অভিযুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের নাম রথীন সরকার। মঙ্গলবার এক গৃহবধূকে অপহরণ করার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। মালদার মোথাবাড়ির ঘটনা। এরপরে গৃহবধুর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে গৃহবধূকে। অভিযুক্তের নাম রথীন সরকার। সে মোথাবাড়ি এলাকার পঞ্চানন্দপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ শাসক দল করে বলেই এত সাহস পাচ্ছে অভিযুক্তরা। খুন, অপহরন করবো কেউ ব্যবস্থা নেবে না এমন একটা ভাব। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে শাসকদল। তৃণমূলের পাল্টা দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ দিয়ে গেছে যে অপরাধ করবে সে দলের সাথে যুক্ত হোন না কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। সে কত বড় নেতা বা কোন নেতার আশ্রয় থাকে তা দেখা হবে না।

পুজো কার্নিভালে জয়ী তিনটি পুজো কমিটি

অমরজিৎ সিংহ রায় ●

আপনজন:দুর্গাপুজো কার্নিভালে জয়ী তিনটি পুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করা হল। বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বিবেকানন্দ হলে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সদর শহর বালুরঘাটে আয়োজিত হয় দুর্গাপূজার কার্নিভাল। কার্নিভালে অংশগ্রহণ করা পুজো কমিটি গুলোর মধ্যে থেকে তিনটি সেরা পুজো কমিটিকে বেছে নেওয়া হয়। সেই কার্নিভালের পুরস্কার বিতরণী হলো বুধবার। মূলত কার্নিভালে অংশ নেওয়া পুজোর সুসজ্জিত ট্যাবলোর জন্য এই বিশেষ পুরস্কার দিচ্ছে রাজ্য। জানা গিয়েছে, প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে পুলিশ লাইন এবং থানা আবাসন মহিলা পুজো কমিটি, দ্বিতীয় হয়েছে শিবতলী ক্লাব এবং তৃতীয় হয়েছে গঙ্গারামপুরের ইয়ুথ ক্লাব। এ বিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'কার্নিভালে অংশ নেওয়া পুজো কমিটিগুলোর মধ্যে থেকে প্রথম তিনটি পুজো কমিটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রদর্শনের ভিত্তিতে।

الدعوة
দাওয়াত

- মুসলিম সমাজে যেসব শিষ্টাচার গুরুত্বপূর্ণ
- শাবান মাসে করণীয় ও বর্জনীয়

- সত্যবাদিতা এক মহৎ গুণ
- রমজানের প্রস্তুতির মাস শাবান

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

শবেবরাত কী, এ রাতের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা

মুহাম্মদ এহসানুল হক

‘শবেবরাতের মালিক ওগো আল্লাহ, আমি গুনাহগার, তুমি যে গাফফার, আল্লাহ, তুমি যে গাফফার।’ আরবি শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে ‘শবেবরাত’ বলা হয়। শবেবরাত কথাটি ফারসি। শব মানে রাত, বরাত মানে মুক্তি। অর্থাৎ শবেবরাত অর্থ মুক্তির রজনী।

‘শবেবরাত’-এর আরবি হলো ‘লাইলাতুল বারাত’, লাইলাতুম মুবারাকা। হাদিস শরিফে যাকে ‘নিসফ শাবান’ বা শাবান মাসের মধ্য রজনী বলা হয়েছে। বিশ্ব মুসলমানের কাছে এ রাত ‘শবেবরাত’ নামেই বেশি প্রসিদ্ধ।

শবেবরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, ‘হা-মিম! শপথ! উজ্জ্বল কিতাবের। নিশ্চয়ই আমি তা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয় আমি ছিলাম সতর্ককারী (সুরা দুখান ১-৩)। এ আয়াতের তাফসির সম্পর্কে বরেণ্য মুফাসসির আল্লামা শেখ আহমদ ছাভি (রহ.) বলেন, ‘ঐ বরকতময় রজনী হচ্ছে অর্ধ শাবানের রাত। বিশিষ্ট তাবেয়ি হজরত ইকরামা (রা.) এবং অন্য তাফসিরকারকদের মতও এটাই, সেই বরকতময় রাত হলো মধ্য শাবান তথা শবেবরাত।’ (তাফসিরে ছাভী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪০)।

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, ‘আর বরকতময় রাত হলো লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান বা শাবানের মধ্যরাত তথা শবেবরাত। কেননা এই রাতে উম্মুল কিতাব ইমাম আবু জাফর আত-তাবারি (রহ.) বলেন, ‘তাবেয়ি হজরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, মধ্য শাবানের রাতে বছরের সব ব্যাপার চূড়ান্ত করা হয়, জীবিত ও মৃতদের তালিকা লেখা হয় এবং হাজিদের তালিকা তৈরি করা হয়। (তাফসিরে তাবারি, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২২)।

ইমাম কুরতুবী (রা.) বলেন, ‘এ রাতের চারটি নাম আছে- লাইলাতুম মুবারাকা, লাইলাতুল বারাআত, লাইলাতুছ ছাক, লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান।’ (তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১২৬)।

শবেবরাতের ফজিলত ও আমল

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) এ রাতে মাদিনার কবরস্থান ‘জান্নাতুল বাকি’তে এসে মৃতদের জন্য দোয়া ও ইস্তাগফার করতেন। প্রিয় নবী (সা.) তাঁকে বলেছেন, এ রাতে বনি কালবের ভেড়া বকরির পশমের সংখ্যার পরিমাণের চেয়েও বেশিসংখ্যক গুণাহগারকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (তিরমিজি-৭৩৯)।

হজরত আবু মুসা আশয়ারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলে পাক (সা.) বলেছেন, মধ্য শাবানের রাতে আল্লাহ রহমত নিয়ে আবির্ভূত হন এবং তাঁর সমস্ত বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু মুশরিক বা শত্রুতাপোষণকারী ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না (ইবনু মাজাহ-১৩৮৯)।

হজরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেছেন, ১৪ শাবান দিবাগত রাত যখন আসে, তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাও এবং দিনের বেলায় রোজা রাখ; কেননা, এদিন সূর্যাস্তের পর আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে রহমত নিয়ে অবতরণ করেন এবং আহ্বান করেন; কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছ কী? আমি ক্ষমা করব; কোনো রিজিক প্রার্থী আছ কী? আমি রিজিক দেব; আছ কি কোনো বিপদগ্রস্ত? আমি উদ্ধার করব। এভাবে ভোর পর্যন্ত মহান আল্লাহ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে আহ্বান করতে থাকেন (ইবনু মাজাহ ১৩৮৪)।

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ অর্ধ শাবানের রাতে মাখলুকাতের দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন’ (ইবনু হিব্বান-৫৬৬৫, ইবনে মাজাহ-১৩৯০ ও মুসনাদে আহমদ-৪/১৭৬)।

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেছেন ‘তুমি কী জানো, অর্ধ শাবানের রাতের আমল কী?’ আয়েশা (রা.) বললেন, ‘না, হে আল্লাহর রসুল।’ নবীজি (সা.) বললেন, ‘এই বছর যত সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং মারা যাবে, তা লিপিবদ্ধ করা হয়। এই রাতেই মানুষের আমল পৌঁছানো হয় এবং এই রাতেই তাদের রিজিক অবতীর্ণ হয়।’ (মিশকাতুল মাসাবিহ-১৩০৫)।

যারা ক্ষমা পাবেন না- : ১) মুশরিক, ২) হিংসা পোষণকারী, ৩) সর্বদা ব্যভিচারকারী, ৪) পিতা-মাতার অবাধ্য, ৫) মদপানকারী, ৬) হারাম মাল ভক্ষণকারী এবং ৭) এতিমের সম্পদ আত্মসাৎকারী। তাদের আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে।

আমল : পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আসকার দরুদ, সালাম মিলাদ, কিয়াম, তাহাজ্জুদ, সালাতুত তাসবিহ আদায়, ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে শবেবরাতকে আমাদের মুক্তির এবং নাজাতের অসিলা বানিয়ে নিই। আগামী বছরের তাকদির যেন আল্লাহ আমাদের জন্য সুন্দর করে দেন। পর দিন আমরা নফল রোজা রাখব, ইনশাল্লাহ।

তবে শবেবরাত জাঁকজমকভাবে পালন নিয়ে মতভেদ আছে আলেমদের মধ্যে। বহু আলেমের মতে এভাবে সাড়ম্বরে শবেবরাত পালন করা বেদাত। ইসলামে এর ভিত্তি নেই। শবেবরাত পালনকে তাই এড়িয়ে যাওয়া শ্রেয় তারা মনে করেন।

বিশ্বের সব মুসলমান যেন ভাই ভাই হয়ে জীবনযাপন করতে পারি। আমরা যেন পরোপকার করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন।

কুরআন থেকে শিক্ষা অর্জন প্রসঙ্গে

বিশেষ প্রতিবেদন

আয়াতের অর্থ : ‘তুমি কি জান না যে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জানেন। এসবই আছে এক কিতাবে; নিশ্চয়ই তা আল্লাহর কাছে সহজ। আর তারা ইবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর, যার সম্পর্কে তিনি কোনো দলিল প্রেরণ করেননি এবং যার সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা হলে তুমি অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ লক্ষ্য করবে।...’ (সুরা : হজ, আয়াত : ৭০-৭২)

আয়াতগুলোতে দ্বিনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

শিক্ষা ও বিধান

১. পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা পূর্ব থেকে লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ। তাই মুমিন এতে বিচলিত হবে না।

২. ইচ্ছা-নীতির বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। কেননা তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

৩. অবিশ্বাসী ও দ্বিনবিদ্বেষীদের বেশির ভাগ কর্মকাণ্ড অযৌক্তি ও নিষ্ফল। কেননা তা মূলত প্রবৃত্তিপ্রসূত।

৪. দ্বিনের পক্ষে শক্ত যুক্তি পেশ করলে এবং দ্বিনের বিজয় দেখলে অবিশ্বাসীদের মন খারাপ হয়। আর তা তাদের আচরণ ও কাজকর্মে প্রকাশ পেতে থাকে।

৫. দ্বিনবিদ্বেষীদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো তারা আল্লাহর কালাম ও দ্বিনি আলোচনা শুনলে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়। (তাফসিরে আবু সাউদ : ৬/১১৯)

রমজানের প্রস্তুতির মাস শাবান

ফয়জুল্লাহ রিয়াদ

পাপকাজের প্রতি তীব্র আকর্ষণ মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ পাপে নিমজ্জিত হলেও আল্লাহ-তায়ালা অতিশয় দয়ালু ও পরম ক্ষমাশীল। তিনি বান্দাকে ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। মানুষ যখন পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তার দরবারে প্রত্যাবর্তন করে, লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চায়, তিনি তখন খুশি হন এবং বান্দার সব গোনাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ-তায়ালা বান্দাকে ক্ষমা করার উপায় খোঁজেন।

এজন্য তিনি বছরের বিভিন্ন দিন ও রাতকে ফজিলতপূর্ণ এবং মহিমান্বিত করে মানুষের প্রতি রহমত বর্ষণ ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়েছেন; যেমন- প্রতিদিন শেষ রজনিতে আল্লাহ-তায়ালা বান্দাকে ডাকতে থাকেন, আছে কি কোনো অনুতপ্ত বান্দা, যে ক্ষমাপ্রাপ্তির সুসংবাদ নেবে? আছে কি কোনো বিপদগ্রস্ত, যে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে চায়? আছে কি কোনো জীবিকা-অন্বেষী, যে আমার অফুরন্ত ভান্ডার থেকে জীবিকার নিশ্চয়তা নেবে?

এমনভাবে মানুষের ছোটখাটো আমলের মাধ্যমে আল্লাহ-তায়ালা তাদের বড় বড় পুরস্কার দিয়ে দেন। তাদের পাহাড়সম পাপরাশি ক্ষমা করতে থাকেন। হাদিসে এসেছে, মানুষ যখন অজু করে, প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত পানির সঙ্গে তার গোনাহগুলো ধুয়েমুছে সাফ হতে থাকে। অজুর মতো অন্যান্য আমল দ্বারাও মানুষের গোনাহ ঝরতে থাকে।

ক্ষমা লাভের এমনই একটি সুযোগ হলো শাবান মাস। এটি রমজান মাসের ইবাদত-বন্দেগির ভূমিকা। মহানবি (স.) এই মাসে বরকত লাভের দোয়া করতেন। হাদিস শরিফে হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ‘রসুলুল্লাহ (স.) রজব মাস আগমন করার পর এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ, রজব ও শাবানে আপনি আমাদের বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দিন (শুআবুল ইমান, হাদিস: ৩৮১৫)।’

শাবানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এ মাসে মানুষের আমল আল্লাহ-তায়ালার কাছে ওঠানো হয়। হজরত উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রসুল((স.)-কে বললাম, শাবান মাসে আপনি যে পরিমাণ রোজা রাখেন, অন্য কোনো মাসে তা রাখতে দেখি না।’ তিনি বললেন, ‘রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী এ মাসে মানুষ বেখবর থাকে, অথচ এটি এমন এক মাস, যাতে আল্লাহর কাছে বান্দার আমল ওঠানো হয়। আমি চাই, রোজা অবস্থায় আমার আমল উপস্থিত করা হোক (শরহু মাআনিল আসার, হাদিস: ৩৩২৩)।’

শাবানের রোজার মাধ্যমে রমজানের রোজার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, এজন্য মহানবি (স.) এ মাসে অধিক পরিমাণে রোজা রাখতেন। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘পুরো শাবান মাসেই রসুলুল্লাহ (স.) রোজা রাখতেন। শাবানের চেয়ে বেশি অন্য কোনো মাসে তিনি রোজা রাখতেন না (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৯৭০)।’ হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, ‘শাবান মাসের রোজা মহানবি (স.)-এর কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দের ছিল। তিনি রমজান পর্যন্ত রোজা রাখতেন (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ২৪১৪)।’

শাবান মাসে হোক রমজানের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি। এজন্য এ মাসে অধিক পরিমাণে রোজা রাখা উচিত। এছাড়া রমজান বছরে এক বার উপস্থিত হয়, রোজার যাবতীয় বিধানাবলি তাই ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। এজন্য কোন কোন কারণে রোজা ভঙ্গ হয়, রোজার আদব, রমজানে ইবাদতের ফজিলত, কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা উচিত; যেন রমজানের কোনো বিষয় অস্পষ্ট না থাকে এবং ইবাদতের মাধ্যমে রমজান মাস থেকে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া যায়।

মহিলাদের জন্য বিশেষ একটা করণীয় হলো, বিভিন্ন ব্যস্ততায় যারা বিগত বছরের কাজা রোজা আদায় করতে পারেনি, তারা শাবানেই তা আদায় করে নেবে। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, ‘আমার দায়িত্বে রমজানের কাজা রোজা থাকত। রসুল (স.)-কে নিয়ে (পুরো বছর) ব্যস্ত থাকার ফলে শাবানেই তা আদায় করার সুযোগ হতো (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১১৬৪)।’

সত্যবাদিতা এক মহৎ গুণ

মো: আবদুর রহমান

সত্যবাদিতা মানুষের একটি মহৎ গুণ। সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ হলো ‘সিদক’। এর অর্থ হলো- সততা, সত্যবাদিতা, সত্যকথা বলা, সত্য সাক্ষ্য দেয়া ইত্যাদি। প্রকৃত ঘটনা যথাযথ প্রকাশ করাকে সত্যবাদিতা বলে। যে ব্যক্তির মধ্যে এ মহৎ গুণ আছে তাকে সাদিক বা সত্যবাদী বলে। সত্যবাদী লোকের কথা ও কাজে কোনো পার্থক্য থাকে না। সত্যবাদিতা মানুষকে খাঁটি সোনার মতো নিখাদ করে তোলে। একজন আদর্শ মানুষকে অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে।

রাসূল সা: বাল্যকাল থেকে সবার কাছে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে আইয়ামে জাহিলিয়ার সময়ও সবাই তাঁকে ‘আল-আমিন’ বলে ডাকত এবং সম্মান করত। তিনি জীবনে কোনো মিথ্যা কথা বলেননি। রাসূল সা: ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্তপ্রতীক। তিনি শুধু নিজে সত্যবাদী ছিলেন, তা নয়; তিনি তাঁর উম্মতের লোকদেরও সত্য বলার নির্দেশ দিতেন। তিনি এক বাণীতে সত্যকে ধারণ করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাসূল সা: সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলেন, ‘সত্য হলো প্রশান্তি এবং মিথ্যা হলো সংশয়ের আধার।’ (তিরমিজি-২৫১৮)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সা: বলেছেন, ‘তোমাদের অবশ্যই সত্যবাদী হওয়া উচিত। কেননা, সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের পথে পরিচালিত করে, আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোনো মানুষ যখন সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন সে আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বিরত থাকো। নিঃসন্দেহে মিথ্যা গুনাহর দিকে চালিত করে। গুনাহ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর কোনো মানুষ যখন অনবরত মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহর কাছে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।’ (বুখারি-৬০৯৪, মুসলিম-২৬০৭)

সততা যখন কোনো ব্যক্তির চরিত্রের ওপর আরোপিত হয় তখন তাকে বলা হয় সৎ। সততার অস্তিত্ব মননে। সততার ব্যবহারিক অভিব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। কোনো ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র ভালো হলে তিনি সচ্চরিত্রের অধিকারী হন। অন্য দিকে নৈতিক চরিত্র খারাপ হলে তিনি দুশ্চরিত্রের অধিকারী হন। ইহলৌকিক জীবনে সমাজে আত্মসম্মান নিয়ে বসবাসের জন্য সত্যবাদিতা একটি অপরিহার্য গুণ, যা সবার থাকা উচিত।

সততার বিষয়টি অনেক ব্যাপক। সততা শুধু সত্য কথা বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সত্য কথা বলার সাথে সাথে কাজকর্ম, আকিদা-বিশ্বাস সব কিছুই সততার অন্তর্ভুক্ত। মুমিনের চরিত্র স্বচ্ছ, তাই তারা সত্যবাদী। মুমিনরাই যে সত্যবাদী আল্লাহ তায়ালা তা কুরআনের আয়াতে এভাবে বলেছেন- ‘তারাই তো মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যবাদী লোক।’ (সূরা হুজুরাত-১৫)

একজন মুমিন জীবনের সর্বাবস্থায় সত্যবাদিতার চর্চা করেন। বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনাকে মুমিন কোনোরূপ বিকৃত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতিরেকে হুবহু উপস্থাপন করে। কথাবার্তা, কাজকর্ম, আচার-আচরণ সর্বক্ষেত্রেই সত্যবাদিতা ও সততা অবলম্বন করে।

সত্যবাদিতা মানুষের জীবনে চিরমুক্তি ও কল্যাণের পথনির্দেশক। সত্যের অনুসরণে জীবন সুন্দর হয়। একজন সত্যবাদী মানুষ সবক্ষেত্রেই প্রশংসিত। সবার কাছেই সমাদৃত। সবাই তাকে বিশ্বাস করে।

সত্যবাদিতা পবিত্র জীবনযাপন করার মৌলিক ভিত্তি। সত্যবাদী ব্যক্তি আত্মমর্যাদাশীল হয়। ফলে সে বহু অনৈতিক ও অন্যায় কাজ থেকে অনায়াসেই বেঁচে থাকে। সত্যবাদী মানুষের জীবন হয় ফুলের মতো সৌরভময়। ফুল যেমন তার হৃদয়কাড়া সুরভী দিয়ে চারপাশটা মোহিত করে রাখে, তদ্রুপ একজন সত্যবাদী মানুষ ও সত্যবাদিতার সৌরভ ছড়িয়ে পরিবার ও সমাজকে মোহিত করে রাখে। সত্যবাদিতার কারণে একজন মুমিন দুনিয়া ও আখিরাতে অশেষ ও অঢেল কল্যাণ লাভ করে। কিয়ামতের দিন মুমিনের সত্যবাদিতা তাকে বিশেষ সহায়তা দান করবে। তাকে এর প্রতিদান হিসেবে জান্নাত দান করা হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘এই সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীরা তাদের সততার জন্য পুরস্কৃত হবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।’ (সূরা মায়িদা-১১৯)

অনেক সদগুণের সমষ্টি সততা। অসংখ্য হাদিসে সততার গভীরতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। হজরত আবু সাবিত রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল সা: ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিয়তের বিশুদ্ধতা ও সততার সাথে আল্লাহর কাছে শহীদী মৃত্যু কামনা করে, মহান আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেন- যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।’ (মুসলিম-৫৭) আল্লাহর কাছে সত্যের মর্যাদা কত, তা এ হাদিসে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ যাবতীয় লেনদেনে সততার নীতি অবলম্বনের ফলে বরকত নাজিল হয়। সত্যবাদী ব্যবসায়ী সম্পর্কে রাসূল সা: বলেছেন, ‘যদি ক্রেতা-বিক্রেতা সত্য বলে এবং ভালো-মন্দ প্রকাশ করে দেয়, তাহলে তাদের লেনদেন বরকতময় হবে। আর যদি উভয়ে মিথ্যা বলে এবং দোষত্রুটি (পণ্যের) গোপন করে, তাহলে এ লেনদেন থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হবে।’ (মুসলিম-১৫৩২)

সৎ লোকের সততার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অসৎ ও মন্দলোকও তার জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। হজরত আবদুল কাদের জিলানী রহ: বাল্যকাল থেকেই সততা ও সত্যবাদিতার জন্য সবার প্রিয়পাত্র ছিলেন। ডাকাতদলের হাতে ধরা পড়েও তিনি মিথ্যার আশ্রয় নেননি। ফলে বালক আবদুল কাদের জিলানী রহ:-এর সততায় মুগ্ধ হয়ে ডাকাতদল ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে ভালো মানুষ হয়ে যায়।

ইসলাম মনে করে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সৎ ও সত্যবাদী হবে এবং কখনো মিথ্যাবাদী হবে না। সততার বিপরীত চরিত্র হলো মিথ্যা। আর মিথ্যা মানবজীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বদ অভ্যাস, মানুষের উন্নতির বিনাশক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর ভয়াবহ প্রভাব পড়ে। তিলে তিলে গড়ে তোলা সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবনকে মুহূর্তেই সে ধসিয়ে দেয়। মিশিয়ে দেয় মান-সম্মান। মিথ্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করেন না।’ (সূরা মুমিন-২৮) আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।’ (সূরা আলে ইমরান-৬১) মিথ্যা কথা মানুষকে ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে নামিয়ে দেয় এবং ঈমানশূন্য করে দেয়। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- রাসূল সা: বলেছেন, ‘একজন মানুষ যে নিয়মিতভাবে মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা ও প্রতারণাকেই নিজের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে, তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেয়া হয় এবং ক্রমান্বয়ে তাতে গোটা হৃদয়টাই কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর সে সময়েই তার নামটি মিথ্যাবাদীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।’ (তিরমিজি-১৯৭১, আদাবুল মুফরাদ-৩৮৭)

মুসলিম সমাজে যেসব শিষ্টাচার গুরুত্বপূর্ণ

মুহাম্মদ আবু সালেহ

শিষ্টাচার হলো ভদ্র, মার্জিত ও রুচিসম্মত আচরণ, যা মানুষকে সংযমী ও বিনয়ী করে তোলে। আদর্শ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামে শিষ্টাচারকে নবুয়তের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘নিশ্চয়ই উত্তম চরিত্র, ভালো ব্যবহার ও পরিমিত ব্যয় বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুয়তের ২৫ ভাগের এক ভাগ।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৭৬)

ইসলামের কয়েকটি সামাজিক শিষ্টাচার নিম্নরূপ–

জান-মালের নিরাপত্তা দান

একজন মানুষের ঈমান ও ইসলামের মাত্রা নিরূপণে মানবিক, কল্যাণকামী ও অন্যের জন্য নিরাপদ হওয়ার বিষয়টি খুবই জরুরি। নামাজ-বন্দেগি অপরিহার্য হলেও মুমিন-মুসলিমের পরিচয়ে এগুলোর আধিক্যকে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ ইবাদতের সম্পর্ক ব্যক্তির সঙ্গে। নিজের পরিচয় নিজে প্রদান করলে ইনসাফ হয় না। অন্যের দ্বারা পরিচয় পেতে অন্যের সঙ্গে আচরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কাজেই হাদিসে মুমিন-মুসলিমের পরিচয়ে আচরণের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। এটি ইসলামী সমাজব্যবস্থার অন্যতম সৌন্দর্য। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যার জিহ্বা ও হাতের (অনিষ্ট) থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম। আর যাকে মানুষ তাদের জান ও মালের জন্য নিরাপদ মনে করে সে-ই প্রকৃত মুমিন।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৬২৭)

অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া

জীবনের সব ক্ষেত্রে অন্যকে স্মরণ রেখে চলা। অর্থাৎ সব সময় নিজের স্বার্থকে না দেখে অন্যকেও নিজের মতো করে ভাবতে শেখা। আসলেই যদি এমনটি হতো, তাহলে সমাজে মারামারি-হানাহানির কোনো ঘটনাই সামনে আসত না। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।’ (বুখারি, হাদিস : ১২)

সমাজের সব মানুষ–বয়স বা সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে দুই ধরনের হয়। কেউ বড়, কেউ ছোট। সবাই যদি এমন ভেবে বড়দের প্রতি সম্মান-মর্যাদা আর ছোটদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার আচরণ করে তাহলে সমাজের চিত্রই পাল্টে যাবে। আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একজন বয়স্ক লোক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে আসে। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। (তা দেখে) রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘যে লোক আমাদের শিশুদের আদর করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।’ (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১৯)

অন্যের মৌলিক অধিকার আদায় করা

সমাজে একসঙ্গে চলতে গেলে একে অন্যের প্রতি বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য এসে যায়। সেগুলোর বাস্তবায়ন পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, দায়িত্ববোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করে। এমন ছয়টি হক বা অধিকারের কথা হাদিসে এসেছে। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুসলিমের প্রতি মুসলিমের হক ছয়টি। জিজ্ঞাসা করা হলো, সেগুলো কী, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বলেন, ১. তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করবে, ২. তোমাকে দাওয়াত করলে তা তুমি গ্রহণ করবে, ৩. সে তোমার কাছে সৎ পরামর্শ চাইলে, তুমি তাকে সৎ পরামর্শ দেবে, ৪. সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে, তার জন্য তুমি (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) রহমতের দোয়া করবে, ৫. সে অসুস্থ হলে তার সেবা করবে এবং ৬. সে মারা গেলে তার (জানাজার) সঙ্গে যাবে। (মুসলিম, হাদিস : ৫৪৬৬)

আস্থার জায়গায় উপনীত হওয়া

ইসলামী সমাজব্যবস্থার আরেকটি গুণ হলো–একে অন্যের প্রতি সহনশীল, কল্যাণকামী ও বিশ্বাসী হওয়া। কাউকে ভয় দেখিয়ে, ত্রাস সৃষ্টি করে আর যাই হোক ঈমানদার হওয়া যায় না। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের (মুসলিমদের) দলভুক্ত নয়।’ (মুসলিম, হাদিস : ১৮২)

সম্প্রীতি বিনষ্টকারী আচরণ থেকে বিরত থাকা

সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে বা সমাজজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, এমন সব আচরণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। মহান আল্লাহ এসব বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যেমন–১. উপহাস করা, ২. খোঁটা দেওয়া, ৩. মন্দ নামে ডাকা, ৪. অনুমান করা, ৫. দোষ অনুসন্ধান করা, ৬. কুৎসা করা ইত্যাদি সমাজজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সুরা হুজুরাতে এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিনভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং এসবের ক্ষতি চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন–আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদাররা! কোনো মুমিন সম্প্রদায় যেন অন্য কোনো মুমিন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে; কেননা যাদের উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং নারীরা যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে; কেননা যাদের উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ কোরো না এবং তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি নিকৃষ্ট। আর যারা তাওবা করে না তারাই তো জালিম। হে ঈমানদাররা! তোমরা বেশির ভাগ অনুমান থেকে দূরে থাক; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান কোরো না এবং একে অন্যের গিবত কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।’ (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ১১- ১২)

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের সামাজিক শিষ্টাচার প্রকৃত অর্থে সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে, যা অন্য কোনো সমাজব্যবস্থায় সম্ভব নয়।

শাবান মাসে করণীয় ও বর্জনীয়

মো: রেযাউল কারীম

আল্লাহ তায়ালার দরবারে অসংখ্য, অগণিত শুকরিয়া, তিনি আমাদেরকে ১৪৪৬ হিজরির শাবান মাসে উপনীত করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর দরবারে প্রত্যাশা রাখি পরিবার-পরিজন নিয়ে শান্তি-নিরাপত্তা, সুস্থতা ও আমলের সাথে মাহে রমজান অতিবাহিত করতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশি বেশি সালাফ বা পূর্বসূরিদের ন্যায় এই দোয়া করতে থাকব। মুআল্লা ইবনুল ফজল বলেন, ‘তারা (সালাফগণ) আল্লাহর কাছে ছয় মাস দোয়া করতেন, তিনি যেন তাদের রমজান পর্যন্ত উপনীত করেন এবং বাকি ছয় মাস দোয়া করতেন যেন, (রমজানের ইবাদত-বন্দেগি) কবুল করেন।’

এটি আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় নিয়ামত। একজন মুমিনের ঈমানি কর্তব্য হলো- আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। এই শুকরিয়া আদায়ের একটি মাধ্যম এবং প্রকাশ হলো- আল্লাহর দেয়া নিয়ামত আল্লাহর হুকুম ও সন্তুষ্টি মোতাবেক ব্যবহার করা।

একটি বছর যায়, একটি বছর আসে। একটি রমজান যায়, একটি রমজান আসে। এভাবে জীবনও একদিন ফুরিয়ে যাবে, আমি উপনীত হবো জীবনের শেষ রমজানে; যে রমজানের পর আর রমজান আসবে না আমার জীবনে। কিন্তু আমি জানি না কোন রমজান আমার জীবনের শেষ রমজান। হয়তো এই রমজান...! আসুন, রমজানের যথাযথ কদর করি। সামনে দীর্ঘ বন্ধুর পথ, পাথেয় সংগ্রহের এখনই সময়!

সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তো সে, যে প্রতিটি রমজানেরই যথাযথ কদর করল এবং আল্লাহর দেয়া মূল্যবান মুহূর্তগুলো থেকে অধিকতর ঈমানি-রূহানি ও পরকালীন পাথেয় সংগ্রহ করল। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুরু করার পূর্বশর্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা। যার প্রস্তুতি যত ভালো হয়, তার রেজাল্ট ও তত ভালো হয়ে থাকে। কিভাবে রমজান পূর্ববর্তী শাবান মাস ফলপ্রসূ হতে পারে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ সা:-এর আমল : আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে, নবী সা: রমজান ছাড়া শাবান মাসে সর্বাধিক রোজা রাখতেন। আয়েশা রা: বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সা:-কে রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পূর্ণ মাস রোজা রাখতে দেখিনি। আর আমি তাঁকে (রমজান ছাড়া) শাবান মাস অপেক্ষা অধিক রোজা রাখতে আর কোনো মাসে দেখিনি।’ (বুখারি-১৯৬৯)

আয়েশা রা: থেকেই বর্ণিত অপর এক হাদিসে আছে, ‘রোজা রাখার জন্য নবী সা:-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় মাস ছিল শাবান মাস।’ (মুসনাদে আহমাদ-২৫৫৪৮, সুনানে আবু দাউদ-২৪৩১)

এ হাদিসদ্বয় বলছে, রোজা রাখার জন্য নবী সা:-এর কাছে শাবান মাস সর্বাধিক প্রিয় ছিল, তাই তিনি রমজান মাস ব্যতীত এ মাসেই সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন।

আল্লাহর দরবারে বান্দাদের আমলনামা পেশ হওয়ার মাস শাবান : উসামা বিন জায়েদ রা: বলেন, আমি (একবার) বললাম, আমি আপনাকে কোনো মাসেই এত রোজা রাখতে দেখিনি, শাবান মাসে আপনি যত রোজা রাখেন? এ প্রশ্নের উত্তরে নবী সা: বলেন, ‘শাবান হলো রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী মাস। এ মাস সম্পর্কে (অর্থাৎ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে) মানুষ গাফেল থাকে। শাবান হলো এমন মাস, যে মাসে রাব্বুল আলামিনের কাছে (বান্দার) আমল পেশ করা হয়। আমি চাই, রোজাদার অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ হোক।’ (মুসনাদে আহমাদ-২১৭৫৩, সুনানে নাসায়ি-২৩৫৭, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-৯৮৫৮)

সুতরাং একাধিক ফজিলতের কারণে যেভাবে রমজান মাসকে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং পবিত্র মাস হিসেবে আশহুরে হুরুম বা পবিত্র চার মাসকে যেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়, তেমনি সারা বছরের আমলনামা পেশ হওয়ার মাস হিসেবে শাবান মাসকেও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া কর্তব্য। আর এই গুরুত্ব দেয়ার উপায় হলো- সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া। শাবান মাসের অধিকাংশ দিন রোজা রেখে নবী সা: উম্মতকে এই নির্দেশনাই দিয়ে গেছেন।

প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করে দেয়া প্রয়োজন, সহিহ হাদিসে আছে, আল্লাহর দরবারে প্রতিদিন বান্দাদের আমলনামা পেশ করা হয়। দিনের আমলনামা রাতে আর রাতের আমলনামা দিনে পেশ করা হয়। (মুসলিম-১৭৯) এটি হলো প্রতিদিনের আমলনামা। অপর একটি সহিহ হাদিসে আছে, সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলনামা পেশ করা হয়। (মুসলিম-২৫৬৫) এটি হলো সাপ্তাহিক আমলনামা। আর একবার পেশ করা হয় বাৎসরিকভাবে। সেটি হলো শাবান মাসে। এখানে এর কথাই বলা হয়েছে। (লাতায়েফুল মাআরেফ, পৃষ্ঠা-২৪৪)

শাবান মাসের রোজা : উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ থেকে স্পষ্ট, আল্লাহর দরবারে আমলনামা পেশ করা হবে এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে নবী সা: শাবান মাসে সর্বাধিক রোজা রাখতেন। তাই শাবান মাসে অন্যান্য নেক আমলের পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী রোজা রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু রোজা রাখবে শাবান মাসের ২৭ তারিখ পর্যন্ত। হাদিসে রমজানের এক দুদিন আগে রোজা রাখতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। দলিল : আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- নবী সা: বলেছেন, ‘তোমরা কেউ রমজানের একদিন কিংবা দুদিন আগে থেকে সওম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সওম পালন করতে পারবে।’ (বুখারি-১৯১৪)

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের ফজিলত : শাবান মাসের একটি ফজিলত হলো- অর্ধ-শাবানের রাত। অর্থাৎ ১৪ শাবান দিবাগত রাত। এ রাতের বিশেষ ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদিসে আছে, নবী সা: বলেছেন, ‘আল্লাহ তায়ালা অর্ধ-শাবানের রাতে সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন; এরপর তিনি তার সব সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন, কেবল শিরককারী ও বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত (এই দুই শ্রেণীকে ক্ষমা করেন না)।’ (সহিহ ইবনে হিব্বান-৫৬৬৫, শুআবুল ঈমান, বাইহাকি-৩/৩৮২, হাদিস-৩৮৩৩)

এই হাদিসটি নির্ভরযোগ্য ও আমলযোগ্য। ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম যাকিউদ্দীন মুনযিরী, যাইনুদ্দিন ইরাকি প্রমুখ হাদিস বিশারদ ইমাম হাদিসটিকে নির্ভরযোগ্য বলে মতামত দান করেছেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস-৫৬৬৫, আততারগিব ওয়াত তারহিব-২/১১৮, শরহুল মাওয়াহেব-৭/৪১২)

কোনো বিশেষ সময়ের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফিরাতের ঘোষণা এলে করণীয় হলো- সেই সময়ে সব গুনাহ থেকে বিরত থেকে নেক আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া, যেন আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের উপযুক্ত হওয়া যায়।

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান (শবেবরাতের) আমল : হাদিসে নববীতে দীর্ঘ নফল নামাজ, দীর্ঘতম সময় সিজদা করার কথা আছে। সুতরাং এ রাতে নফল নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগির প্রতি যত্নবান হওয়া কাম্য। যেমন নফল নামাজের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই রাকাত করে যত রাকাত সম্ভব পড়তে থাকা, কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা, দরুদ শরিফ পড়া, তওবা-ইস্তিগফার করা, দোয়া করা এবং কিছুটা ঘুমের প্রয়োজন হলে ঘুমিয়ে নেয়া। এমন যেন না হয়, সারা রাতের দীর্ঘ ইবাদতের ক্লান্তিতে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়া সম্ভব হলো না। খেয়াল রাখতে হবে, ফরজ নামাজে যেন কোনোরূপ শৈথিল্য না হয়। কারণ, ফরজ ইবাদতের গুরুত্ব সর্বাবস্থায় নফল ইবাদতের চেয়ে বেশি। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, অনেক অনির্ভরযোগ্য ওজিফার বই-পুস্তকে এই রাতে নামাজের যে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন লেখা আছে, যেমন- এত রাকাত হতে হবে, প্রতি রাকাতে এই সূরা এতবার পড়তে হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি, এগুলো ঠিক নয়; বরং স্বাভাবিকভাবে যেকোনো সূরা দিয়ে দুই রাকাত করে নফল নামাজ পড়বে। দ্রষ্টব্য : আল আছারুল মারফুআ, আবদুল হাই লাখনোভী, পৃষ্ঠা : ৮০-৮৫)

ইসলাম ধর্মে নারীর সম্মান, অধিকার

আব্দুল গাফফার আনছারী

ইসলাম একটি আরবি পরিভাষা। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া, কোনো কিছু মাথা পেতে নেয়া। এই শব্দটি সালম, সিলম বা সিলমুন মূল ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মূল ধাতু-‘সালম’ যার এক অর্থ শান্তি, সন্ধি, সমর্পণ ও নিরাপত্তা। তাই আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ হয়। এ জন্যই তাকে ইসলাম বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার ধর্মের মূল তত্ত্ব নিহিত রয়েছে ‘ইসলাম’ শব্দটি ঘিরে। আরবি ভাষায় তাই ইসলাম বলতে বুঝায় আনুগত্য, বাধ্যগত ও আত্মসমর্পণ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করতে হয়। ইসলাম ধর্মের মূল মর্ম বাণী হলো-মানুষের সর্বস্ব আল্লাহ তায়ালার কাছে সোপর্দ করে দেয়া। পবিত্র আল কুরআনের ভাষায় ইসলাম অর্থ আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা। তাই ইসলাম মানুষের সঠিক পথের দিশারী, দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাঙ্গীন এবং পূর্ণাঙ্গ একমাত্র জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন- ‘ইন্নাদদিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম’ অর্থাৎ- ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবনাদর্শ। (সূরা আলে ইমরান-১৯) অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘আলইয়াওমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়ামাতি ওয়া রাদ্বিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা’ অর্থাৎ- আজ থেকে আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের উপরে আমার যাবতীয় নিয়ামত সম্পন্ন করলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা আল মায়িদা-৩) এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহ পাক ইসলামকে মানবতার জন্য নিয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন। যাতে সারা বিশ্বের মানুষের জীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে।

ইসলাম ধর্মে নারীর সম্মান : আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে মানুষকে। তার শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে রয়েছে নর ও নারী উভয়েই। সুতরাং নারীকে ছোট করে দেখা এবং নরকে বড় করে দেখার কোনো অবকাশ নেই ইসলাম ধর্মে। উল্লেখ্য, ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের আগে মক্কা নগরীতে তথা আরব সমাজে স্ত্রী হিসেবে নারীর কোনো সম্মান বা মর্যাদা ছিল না। পুরুষরা খেয়াল খুশিমতো স্ত্রী গ্রহণ করত, ইচ্ছামতো তাদের বর্জন করত, তাদের সাথে অশালীন আচরণ করত। এমতাবস্থায়, বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ সা: এসব বর্বর জাতিকে আল্লাহর বাণী শুনালেন এবং তাদের উদ্দেশে বললেন, নারী তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণ। (সূরা বাকারা-১৮৭) আর তার নির্দেশাবলির মধ্যে রয়েছে- তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। (সূরা রুম-২) তা ছাড়া হজরত মুহাম্মদ সা: নিজের বাণী প্রদান করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যারা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।’ (মুসলিম ও তিরমিজি) একজন সাহাবি নবী করিম সা:-এর কাছে জানতে চাইলেন, আমার সেবা ও সম্মান পাওয়ার বেশি হকদার কে? নবী করিম সা: তাকে বললেন, তোমার মা। সাহাবি আবার বললেন, তারপর কে? নবী করিম সা: বললেন, তোমার মা। সাহাবি আবার বললেন, তারপর কে? নবী করিম সা: বললেন, তোমার মা। সাহাবি আবারো জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? নবী করিম সা: এবার বললেন, তোমার বাবা। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত। (বুখারি ও মুসলিম) আখেরি নবী দোজাহানের বাদশাহ হজরত মুহাম্মদ সা:-এর দুধমাতা হালিমা সাদিয়া রা: একবার নবী করিম সা:-এর কাছে হাজির হলেন, তখন প্রিয় নবী সা: নিজের মাথার পাগড়ি খুলে বিছিয়ে তাকে বসালেন। সাহাবায়ে কেরাম অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, এই মহান সম্মানীত রমনী কে? নবী করিম সা: বললেন, তিনি আমার দুধমাতা। (সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া) ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। এই প্রকৃতিতে নারী ও পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই ইসলাম নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে যার যার প্রয়োজন মোতাবেক অধিকার দিয়েছে। মানবসভ্যতার সূচনালগ্নে আল্লাহ তায়ালা আদি পিতা হজরত আদম আ:-কে সৃষ্টি করলেন। তারপর সৃষ্টি করলেন আদি মাতা হজরত হাওয়া আ:-কে। এভাবেই বিকাশ ঘটল পৃথিবীতে মানব জাতির।

বিয়ের পরে দেনমোহর স্ত্রীর অধিকার : দেনমোহর আদায় করা প্রত্যেক স্বামীর জন্য অবশ্য করণীয়। ইসলামী বিধান মোতাবেক বিয়ের সময়ই দেনমোহর আদায় করা আবশ্যক। অন্যথায় স্ত্রী চাওয়া মাত্র তা পরিশোধ করা পুরুষের জন্য ফরজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন-‘তোমরা যদি তাদের (স্ত্রীদের) একজনকে মোহরানা বাবদ ধনসম্পদ দিয়ে থাকো, কিন্তু সেই দেয়া সম্পদ থেকে তোমরা কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য গোনাহের মাধ্যমে তা গ্রহণ করবে? কি ভাবে তা গ্রহণ করতে পারো, অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে সঙ্গত হয়েছ, স্ত্রীরা তোমাদের কাছ থেকে শুধু অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। (সূরা নিসা : ২০-২১) আমাদের সমাজে একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে কু-ধারণা হলো- মোহরানা কেবলই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মাত্র। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মোহরানা হলো বিয়ের নিশ্চয়তা, যা কেবল তালাক দিলেই পরিশোধযোগ্য। কিন্তু বিষয়টি মোটেও এমন নয়। বিয়ের পরে স্বামীর প্রতি দায়িত্ব হলো স্ত্রীকে খোরপোষ ও বাসস্থান দেয়া। স্ত্রীদের তিনটি মৌলিক অধিকারের প্রথমটি হলো খাদ্য। স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর উপযুক্ত প্রয়োজনমতো খাদ্য যথাসময়ে নিয়মিত স্ত্রীকে দিতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো- পোশাক, স্ত্রীর প্রয়োজনমতো তার যোগ্য পোশাক দিতে হবে। স্ত্রীর মৌলিক অধিকারের তৃতীয়টি হলো-নিরাপদ বাসস্থান বা নিরাপদ আবাসন। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে থাকার জন্য এমন একটি ঘর বা কক্ষ দেবেন, যে ঘর বা কক্ষে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া (স্বামী ব্যতীত) কেউই প্রবেশ করতে পারবে না। ১৮৮২ সালের Married Womens Property Act-র আগে ব্রিটিশ আইনে পিতার সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার ছিল না। বিয়ের আগেই উপার্জিত সম্পদের মালিকানা বিয়ের সাথে সাথে চলে যেত তার স্বামীর হাতে। অথচ সভ্যতার দাবিদার ব্রিটেনের এই আইনের ১৩০০ বছর আগে হজরত মুহাম্মদ সা: পিতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের কথা ঘোষণা করেছেন দীপ্তকণ্ঠে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ রয়েছে-‘আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন- এক ছেলের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। কিন্তু কন্যা যদি দুইয়ের অধিক থাকে, তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর একজন কন্যা সন্তান থাকলে তার জন্য সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধাংশ। এটি আল্লাহর নির্ধারিত অংশ।’ (সূরা নিসা-১১) পিতার সম্পত্তিতে নারীর এই নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার অধিকার দিয়েছে ইসলাম এবং তা আমাদের বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে স্বীকৃত।

বিভিন্ন পেশায় মুসলিম নারীদের অবদান : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যে ধর্ম সর্বপ্রথম নির্যাতিত নারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। উল্লেখ্য, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন একজন নারী, যার নাম বিবি খাদিজা রা:। পরবর্তীতে বিবি খাদিজা প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সা:-এর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছেন সুমাইয়া রা: নামে একজন মুসলিম নারী। আরো জানা যায়, পরিপূর্ণ ইসলাম মোতাবেক জীবন যাপন করে মুসলিম নারীরা পেশাদারিত্বের জগতেও বিশেষ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। তাদের কয়েকজনের নাম এখানে উপস্থাপন করা হলো- হজরত আয়েশা রা: হাদিস বর্ণনা, ইসলামী আইন, ফিকাহ, ইতিহাস, বংশতালিকা, কবিতা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। হজরত আসমা বিনতে হজরত আবু বকর রা: ও উম্মে আবদুল্লাহ বির জুবায়ের হাদিস বর্ণনায় অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। হজরত আয়েশা বিনতে তালহা রা: কবিতা, সাহিত্য, জ্যোতিষশাস্ত্র ও নভোমণ্ডল বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। হজরত সকিনা বিনতে ইমাম হোসাইন রা: খানসা কাব্য ও সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। হজরত মায়মুনা বিনতে সাদ রা: হাদিস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। হজরত আলী রা:-ও তার কাছ থেকে হাদিস সংগ্রহ করে বর্ণনা করেছেন। হজরত কারিমা রহ. হাদিস শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ইমাম বুখারি রহ. তার কাছ থেকে হাদিস সংগ্রহ করেছেন। হজরত ফাতেমা বিনতে আব্বাস প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন মিসর ও দামেস্কের প্রভাবশালী নারী নেত্রী। উল্লেখ্য যে, হজরত উখত মজনি রহ. ছিলেন ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর শিক্ষক। আল্লামা মারাদিয়ি রহ. তার কাছ থেকে জাকাত বিষয়ে মাসয়ালা শিখে বর্ণনা করেছেন। হজরত হুজায়মা বিনতে হায়ই রহ. প্রখ্যাত তাবেয়ি ও হাদিসবিদ ছিলেন। ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ রহ. তার কাছ থেকে হাদিস সংগ্রহ করে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বিনতে আহমদ বিন কাদিম স্পেনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ক্যালিওগ্রাফিতে পারদর্শী ছিলেন। জানামতে, লুবনি রহ. ভাষাবিদ ও আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ফাতেমা বিনতে আলী বিন হোসাইন বিন হামজাহ ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের পণ্ডিত। সমসাময়িক আলেমরা তার কাছ থেকে হাদিস শিখেছেন এবং প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ দারেমি শরিফের সনদের অনুমতি নিয়েছেন। হজরত রাবেয়া কসিসাহ সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। ইমাম হাসান বসরি রহ.ও তার কাছ থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস শিক্ষাবিদ ও আইনবিদ ছিলেন। উম্মে ফজল, উম্মে সিনান হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন। শিফা বিনতে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন। হজরত ওমর রা: তাকে ইসলামী আদালতের ‘কাজাউল হাসাবাহ’ (Accountability Court) ও ‘কাজাউস সুক’ (Market Administration) ইত্যাদির দায়িত্বভার অর্পণ করেন। (সূত্র : তাবকাতে ইবনে সাদ-৮/৪৫, দালায়িলুন নবুয়্যাহ-৫/৪১৬, ইবনে আসির-৫/৪৫০ এবং আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া-৫/৭৮)।

শায়েখ আলাউদ্দীন সমরকন্দি রহ. ‘তুহফাতুল ফুকাহা’ নামে একটি কিতাব লিখেছেন। ওই কিতাবের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন তারই ছাত্র আবু বকর ইবনে মাসউদ কাস্তানি রহ.। তার রচিত ব্যাখ্যা গ্রন্থটির নাম ‘বাদায়ে আস সানায়ে’। ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে তা নজিরবিহীন কিতাব। এটি দেখে শিক্ষক তার ছাত্রের কাছে নিজ মেয়েকে বিয়ে দেন। মেয়েটির নাম ফাতেমা। সমকালীন রাজা বাদশাহরা মেয়েটিকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন। জামাতা ছিলেন মুফতি। তার স্বাক্ষরিত অসংখ্য ফতোয়া বের হয়েছে। ফতোয়ায়ে শামি (১/১০০), ইবনে কায়েসের বর্ণনায় দেখা যায়, প্রায় ২২ জন নারী সাহাবি ফতোয়া ও ইসলামী আইন শাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে সাতজন উম্মাহাতুল মুমিনিন বা নবীপত্নী ছিলেন। বলাবাহুল্য, ১১ শতাব্দীতে মামলুক শাসনামলে তৎকালীন মুসলিম নারীরা দামেস্কে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২ টি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণরূপে মুসলিম নারীদের দ্বারা পরিচালিত হতো।

ধর্মযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ : হজরত আয়েশা রা: ও হজরত উম্মে সালমা রা: উহুদের যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা:-এর ফুফু সুফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব রা: খায়বর যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। হজরত উম্মুল খায়ের, হজরত জুরকা বিনতে আদি, হজরত ইকরামা বিনতে আতরাশ ও হজরত উম্মে সিনান অসংখ্য যুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক কাজে সহযোগিতা করেছেন। হজরত আজরা বিনতে হারিস বিন কালদা সেনাদলের নেতৃত্ব প্রদান ও আহলে বিসানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। হজরত উম্মে আম্মারা রা: উহুদের যুদ্ধে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা:-এর জীবন রক্ষায় প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করেছিলেন। মহানবী সা: তাকে ‘খাতুনে উহুদ’ উপাধি দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে স.র্বপ্রথম সামুদ্রিক অভিযানে প্রথম শাহাদাতবরণ করেন হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা:। হজরত উম্মে আতিয়া আনসারি রা: মহানবী সা:-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হজরত উমাইয়া বিনতে কায়েস কিফারিয়া খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হজরত উম্মে হাকিম বিনতে হারিস রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হজরত আয়মন হাবশি রা: উহুদ, হুনাইন, খায়বর ও মোতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হজরত উম্মে সুলাইম রা: খায়বর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান ইসলামের প্রথম নারী নৌযোদ্ধা। হজরত রাবি বিনতে মুয়াওয়াজ রা: বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হজরত নাসিবাহ বিনতে কাব আনসারিয়া উহুদ, বনি কুরাইজা, হুদায়বিয়া, খায়বর, হুনাইন ও ইয়ামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন (সূত্র : তাবকাতে ইবনে সাদ-৮/৪১৫, দালায়িলুন নবুয়্যাহ-২/৭১২)

সিটিকে হারিয়ে ‘ট্রিপল সেঞ্চুরি’ রিয়ালের

আপনজন ডেস্ক: ‘ইউরোপ আমাদের’—রিয়াল মাদ্রিদ বলতেই পারে। ইউরোপে স্প্যানিশ ক্লাবটির অর্ধেক অর্জনও তো নেই অন্য কোনো ক্লাবের। রেকর্ড ১৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় অনেক ‘প্রথম’ই যোগ করেছে যুগে যুগে।
এই টুর্নামেন্টে প্রথম চ্যাম্পিয়ন তারাই। শুধু প্রথম চ্যাম্পিয়ন বললে অবশ্য একটু ভুল হবে। প্রথম পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নও তারা। সেই ক্লাবটিই কাল রাতে ইতিহাদের ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে আরেকটি ‘প্রথম’ উপহার দিয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগ বা ইউরোপিয়ান কাপকে।
সিটিকে হারিয়ে ইউরোপের শীর্ষ মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় ৩০০তম জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। আপাতত এই মাইলফলক ছোঁয়ার দৌড়ে কাছাকাছিও নেই অন্য কোনো ক্লাব। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বায়ার্ন মিউনিখ এখনো ২৫০-ই ছুঁতে পারেনি। জার্মান ক্লাবটি এখন পর্যন্ত জিতেছে ২৪১ ম্যাচ। রিয়াল ও বায়ার্ন ছাড়া ২০০ ম্যাচ জিতেছে শুধু বার্সেলোনা (২০৯)।
সবচেয়ে বেশি জয়ের মতো সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডটাও স্বাভাবিকভাবেই রিয়ালের। গতকাল পর্যন্ত ৪৯৮ ম্যাচ খেলা রিয়াল শেষ ষোলোতে উঠলে প্রথম দল হিসেবে ৫০০ ম্যাচের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবে। ম্যাচ খেলার রেকর্ডেও রিয়ালের পরেই অবস্থান বায়ার্নের। এ পর্যন্ত ৪০২ ম্যাচ খেলেছে জার্মান ক্লাবটি। ৩৫৭ ম্যাচ নিয়ে তিনে বার্সেলোনা।
রিয়াল সবার ওপরে মোট ড্র ও হারেও। এ পর্যন্ত ৮৫ ম্যাচ ড্র করেছে রিয়াল, হেরেছে ১১৩ ম্যাচে। হারে দুইয়ে পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকা (৯৮)। ড্রতে দুইয়ে বায়ার্ন (৭৯)।

ইংল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করল ভারত

আপনজন ডেস্ক: নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। আহমেদাবাদের এই স্টেডিয়ামে ভারতীয় দল সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছিল ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর। যে ম্যাচের দিকে গোটা ভারত তাকিয়ে ছিল বিশ্বকাপ ট্রফির জন্য। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে রোহিত শর্মাদের হারে ভারতীয়দের জন্য রাতটি হয়ে উঠেছিল যন্ত্রণাময়। বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রায় দেড় বছর পর আজ সেই মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডে খেলতে নেমেছিল ভারত।
এবার চিত্র সম্পূর্ণই ভিন্ন। শুবমান গিলের সেঞ্চুরিতে ভারতের স্কোরবোর্ডে উঠল ৩৫৬। যে রান তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ড গুটিয়ে গেল ২১৪ রানে। ভারত ১৪২ রানে শুধু ম্যাচই জেতেনি, তিন ম্যাচের সিরিজও জিতল ৩-০ ব্যবধানে। ইংল্যান্ডকে ধবলধোলাইয়ের আনন্দ নিয়েই আগামী সপ্তাহে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। যেখানে প্রথম প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ।
আজ সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে বল হাতে অবদান রেখেছেন ভারতের অনেকেই। ৬ জন বোলিং করেছেন, চারজন নিয়েছেন দুটি করে উইকেট, বাকি দুজন একটি করে। অর্থ্যাৎ, বোলিংয়ে অবদান আছে সবারই। তবে ব্যাটিংয়ে একজনকে আলাদা করতেই হবে। ক্যারিয়ারের ৫০তম ওয়ানডে খেলতে নামা গিল একাই করেছেন ১১২ রান। ১০২ বল খেলা ইনিংসটিতে ছিল ১৪ চার ও ৩ ছক্কা। ডানহাতি এ ওপেনার সেঞ্চুরির পথে দ্রুততম আড়াই হাজার রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন। হাশিম আমলার ২৪৮৬ রান ছাড়িয়ে প্রথম পঞ্চাশ ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ২৫৮৭ রানের রেকর্ড এখন গিলের।
গিলের পর ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৮ রান করেছেন শ্রেয়াস আইয়ার। বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে ৫২ আর লোকেশ রাহুলের ব্যাট থেকে এসেছে ৪০ রান। ৫০তম ওভারের শেষ বলে ভারতকে অলআউট করতে পারা ইংল্যান্ডের হয়ে ৬৪ রানে ৪ উইকেট নেন আদিল রশিদ।
রান তাড়ায় ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার ফিল সল্ট ও বেন ডাকেট ৬ ওভারেই তুলে ফেলেন ৬০ রান। কিন্তু আর্শদীপ সিং সপ্তম ওভারে ডাকেট আর নবম ওভারে সল্টকে তুলে নিয়ে পথ হারাতে শুরু করে ইংল্যান্ড। যেখান থেকে জস বাটলারের দল আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৮ রান আসে তিনে নামা টম ব্যান্টন ও আটে নামা গাস অ্যাটকিনসনের ব্যাট থেকে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত: ৫০ ওভারে ৩৫৬ (গিল ১১২, আইয়ার ৭৮, কোহলি ৫২; রশিদ ৪/৬৪)। ইংল্যান্ড: ৩৪.২ ওভারে ২১৪ (ব্যান্টন ৩৮, অ্যাটকিনসন ৩৮; অক্ষর ২/২২, হর্ষিত ২/৩১)। ফল: ভারত ১৪২ রানে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: শুবমান গিল। সিরিজ: ভারত ৩-০ ব্যবধানে জয়ী। ম্যান অব দ্য সিরিজ: শুবমান গিল।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির স্কোয়াড চূড়ান্ত, কোন দলে কারা তার তালিকা

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল চূড়ান্ত করার শেষ দিন ছিল মঙ্গলবার। এ দিন বড় পরিবর্তন এসেছে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত দল। ভারত হারিয়ে ফেলেছে পেস আক্রমণের মূল ভরসা যশপ্রীত বুমরা। চোটের কারণেই ছিটকে গেলেন ২০২৪ সালের আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার। অস্ট্রেলিয়া দলে পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে জানা গিয়েছিল আগেই, কামিন্স-হ্যাজলউডরা ছিটকে পড়েছিলেন। তবে কাল শেষ মুহূর্তে বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্কও ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁড়ানোয় দলের চেহারাটা আরও বদলে গেছে। আফগানিস্তান শেষ মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছে স্পিনার আল্লাহ গজনফরকে। তাঁর পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে নানগায়াল খারোতিকে।
১৯ ফেব্রুয়ারি করাচিতে উদ্বোধন চ্যাম্পিয়নস ট্রফির। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। আট দলের টুর্নামেন্টের ফাইনাল ৯ মার্চ। ভারত ফাইনালে উঠলে সেটি হবে দুবাইয়ে। ভারত ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হলে লাহোরে হবে খেলা।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ৮ দল গ্রুপ ‘এ’

বাংলাদেশ
নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ, মেহেদী হাসান মিরাজ, সৌম্য সরকার, তাওহিদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, জাকের আলী, তানজিদ হাসান, তানজিম

হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও পারভেজ হোসেন।

ভারত
রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুবমান গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্ত, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, মোহাম্মদ শামি, অর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী ও রবীন্দ্র জাদেজা।

পাকিস্তান
মোহাম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক), বাবর আজম, ফখর জামান, কামরান গুলাম, সৌদ শাকিল, তৈয়ব তাহির, ফাহিম আশরাফ, খুশদিল শাহ, আগা সালমান, উসমান খান, আবরার আহমেদ, হারিস রউফ, মোহাম্মদ হাসনাইন, নাসিম শাহ ও শাহিন আফ্রিদি।

নিউজিল্যান্ড
মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, টম ল্যাথাম, ড্যারিল মিচেল, উইল ও’রুর্ক, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, বেন সিয়ার্স, নাথান স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন ও উইল ইয়াং।

গ্রুপ ‘বি’

অস্ট্রেলিয়া
স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, অ্যালেক্স ক্যারি, বেন ডোয়ারশিস, নাথান এলিস, জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক, অ্যারন হার্ডি, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, স্পেনসার জনসন, মারনাস লাবুশেন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, তানভীর সাংহা, ম্যাথু শর্ট ও অ্যাডাম জাম্পা।

ইংল্যান্ড
জস বাটলার (অধিনায়ক), জফরা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, টম ব্যান্টন, হ্যারি ব্রুক, ব্রায়ডন কার্স, বেন ডাকেট, জেমি ওভারটন, জেমি স্মিথ, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, জো রুট, সাকিব মেহমুদ, ফিল সল্ট ও মার্ক উড।

দক্ষিণ আফ্রিকা
টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), টনি ডি জর্জি, মার্কো ইয়ানসেন, হাইনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, এইডেন মার্করাম, ডেভিড মিলার, উইয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, তাব্রেইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস, রেসি ফন ডার ডুসেন ও করবিন বশ।

আফগানিস্তান
হাশমতউল্লাহ শহীদি (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, সেদিকউল্লাহ আতাল, রহমত শাহ, ইকরাম আলীখিল, গুলবদিন নাইব, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, নানগায়াল খারোতি, নুর আহমেদ, ফজলহক ফারুকি, ফরিদ মালিক ও নাভিদ জাদরান।

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

দেম্বেলের জোড়ায় শেষ ষোলোর পথে পিএসজি, জিতেছে জুভেন্টাস-ডর্টমুন্ডও

আপনজন ডেস্ক: ‘পুঁচকে’ ব্রেস্তের সামনে স্বদেশি পরাশক্তি পিএসজি। চমক দেখিয়ে প্লে-অফ পর্বে জায়গা করে নিলেও ব্রেস্তের কোচ ভালো করেই জানেন, পিএসজিকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় নাম লেখানো তাঁর দলের পক্ষে ‘মিশন ইমপসিবল’। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করাই যাঁর কাজ, সেই টম ক্রুজের সহায়তা নিয়ে যদি কিছু করা যায়! তাই ব্রেস্ত কোচ এরিক রয় হলিউড অভিনেতার প্রসঙ্গ টেনে মজা করে বলেছিলেন, ‘আমরা টম ক্রুজকে প্যারিসে দেখেছি। আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি।’
পেলেই–বা কী হতো, প্রতিপক্ষ দলে যদি ফর্মের তুঙ্গে থাকা দেম্বেলে থাকেন! ২০২৫ সালের শুরু থেকেই গোলের বন্যা বইয়ে দেওয়া দেম্বেলে এই রাতেও ব্রেস্তের জাল খুঁজে নিলেন দুবার। এর আগে ভিতিনিয়া প্রথম গোলটা করেছেন পেনাল্টি থেকে। ব্রেস্তকে তাদেরই মাঠে ৩-০ গোলে হারিয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর পথে তাই অনেকটাই এগিয়ে গেল পিএসজি।
২০২৫ সালে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৮ ম্যাচেই ১৪ গোল করে ফেললেন উসমান দেম্বেলে। হ্যাটট্রিক দুটি, জোড়া গোল করেছেন দুবার।
ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের সহজ জয়ের রাতে স্পোর্টিং লিসবসকে হারিয়েছে একই ব্যবধানে হারিয়েছে জার্মান পরাশক্তি ও চ্যাম্পিয়নস লিগের গত আসরের রানার্সআপ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। হাসি নিয়ে মাঠ ছেড়েছে জুভেন্টাসও। নেদারল্যান্ডসের ক্লাব পিএসভি আইন্দহফেন বিপক্ষে তুরিনের বুড়িদের জয়টা ২-১ গোলে।

২৫ টেস্টে চার জয়, টেন্ডুলকারই কি সবচেয়ে খারাপ অধিনায়ক

আপনজন ডেস্ক: তাঁকে মনে রাখার জন্য আলাদা করে কোনো বিশেষণের দরকার হয় না। এত সেঞ্চুরি, এত রান, এত রেকর্ড, এত অর্জন—শচীন টেন্ডুলকার ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল নামগুলোর একটি। কিন্তু চাঁদেরও কলঙ্ক থাকে, আর তিনি তো ক্রিকেটার টেন্ডুলকার।
তা ভারতীয় ক্রিকেট কিংবদন্তির ‘কলঙ্ক’টা কী? জানতে হলে অধিনায়ক হিসেবে টেন্ডুলকারের রেকর্ডটা দেখতে হবে আপনাকে। ৭৩ ওয়ানডেতে ২৩ ম্যাচ জিতেছেন আর ২৫ টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে তাঁর জয় শুধু ৪টি। এমন পরিসংখ্যান দেখার পর আপনার মনেই হতে পারে, টেন্ডুলকারই কি ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে অধিনায়ক? উত্তর হচ্ছে ‘না’। টেস্টে শতকরা জয় হিসাব করলে টেন্ডুলকারের চেয়ে পিছিয়ে আছেন ভারতেরই একজন—কপিল দেব।
অন্তত ২৫ টেস্টে অধিনায়কত্ব করাদের মধ্যে শতাংশের হিসাবে সবচেয়ে পিছিয়ে অবশ্য নিউজিল্যান্ডের জন রিড। ৩৪ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করে মাত্র ৩টিতে জিতেছেন তিনি, শতাংশের হিসাবে যা ৮.৮২। রিডের পরেই কপিল দেব। ভারতকে ৩৪ টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে কপিলের জয় ৪টি, শতাংশের হিসাবে যা ১১.৭৬। টেন্ডুলকার তাই নেতৃত্ব দেওয়ার সংখ্যায় সমান থাকলেও কপিলের চেয়ে এগিয়েই আছেন এদিক থেকে—তাঁর জয়ের শতাংশের হার ১৬। ভারতীয়দের মধ্যে অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে জয়ের শতাংশে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন এমন একজন, যাঁকে সব সময়ই টেন্ডুলকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয়তো তিনি পিছিয়েই থাকবেন। কিন্তু অন্তত অধিনায়কত্বের দিক দিয়ে বিরাট কোহলি এগিয়ে আছেন টেন্ডুলকারের চেয়ে। ৬৮ টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে ভারতকে ৪০টিতেই জিতিয়েছেন কোহলি, জয়ের শতাংশ হিসাবে তা ৫৮.৮২।
সব দেশ মিলিয়ে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে জয়ের শতাংশের হিসাবে সবচেয়ে সফল অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ ওয়াহ। ৫৭ ম্যাচে অজিদের নেতৃত্ব দিয়ে ৪১টিতে জিতেছেন, জয়ের শতাংশে যা ৭১.৯২।
টেস্টে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অধিনায়কত্ব করেছেন কে? দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রায়েম স্মিথ, ১০৯ টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ৫৩টিতে জিতিয়েছেন। স্মিথ ছাড়া আর কেউই ১০০ টেস্ট অধিনায়কত্ব করেননি। তালিকার দুইয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান বর্ডার ৯৩ ম্যাচে জিতেছেন ৩২টি।
অন্তত ২৫ টেস্ট অধিনায়কত্ব করেছেন সফলতার এমন মানদণ্ড ধরে করা তালিকায় বাংলাদেশের নাম পাওয়া গেল একটিই—মুশফিকুর রহিম। তিনি ছাড়া আর কেউ যে এত ম্যাচে নেতৃত্বই দেননি। ৩৪ টেস্টে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে ৭টিতে জিতেছেন মুশফিক। তালিকার দুইয়ে আছেন সাকিব আল হাসান, ১৯ টেস্টে ৪ জয় এনে দিয়েছেন তিনি। জয়ের শতাংশের দিক থেকে অবশ্য টেন্ডুলকারের চেয়ে এগিয়েই আছেন সাকিব!

আদিলেরও ‘প্রিয় শিকার’ কোহলি

আপনজন ডেস্ক: বোলারদের বল পিটিয়ে অনেক রেকর্ডই গড়েছেন বিরাট কোহলি। এবার মুদ্রার উল্টো পিঠটাও দেখলেন তিনি। তাকে আউট করে আজ আহমেদাবাদে রেকর্ড গড়েছেন আদিল রশিদ। ভারতীয় ব্যাটারকে সর্বোচ্চবারের মতো আউট করার রেকর্ড।
আদিল অবশ্য এককভাবে এই রেকর্ডের মালিক নন, সঙ্গী আছেন আরো দুজন। সেই দুজন হচ্ছেন জশ হ্যাজলউড ও টিম সাউদি। তিনজনেরই ‘প্রিয় শিকার’ কোহলি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে ১১ বার কোহলিকে আউট করেছেন তারা। আহমেদাবাদে আজ কোহলিকে উইকেটরক্ষক ফিল সল্টের হাতে ক্যাচ বানিয়ে যৌথভাবে রেকর্ডের মালিক হন আদিল। আজকের আউটটি ওয়ানডেতে পঞ্চম আদিলের। অন্যদিকে দুইবার টি-টোয়েন্টির বিপরীতে চারবার টেস্টে আউট করেছেন আদিল। সব মিলিয়ে ৩৪ ম্যাচে ১১ বার আউট করেছেন ইংল্যান্ডের লেগ স্পিনার।
আদিলের ‘প্রিয় শিকার’ হওয়ার আগে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন কোহলি। সর্বশেষ সব মিলিয়ে ১০ ইনিংস পর পাওয়া ফিফটিটায় রানে ফেরার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। আজ ৫৫ বলের ৫২ রানের ইনিংসটি সাজিয়েছেন ৭ চার ও ১ ছক্কায়। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৭৩তম ফিফটি এটি।

সাগরদিঘী মডেল স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী
আপনজন: প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও সাগরদিঘী মডেল স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো দশম তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
বুধবার সকালে পতাকা উত্তলনের মধ্যেদিয়ে শুরু হয় এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান।
খেলা শুরুর আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ এবং মাঠ পরিক্রমা করানো হয়। ছাত্রছাত্রীরা মোট ২৩টি খেলায় অংশ নেয় যেমন- ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, চামচ গুলি দৌড়, বিস্কুট দৌড়, আলু দৌড়, অঙ্ক দৌড়, ইত্যাদি। এদিনের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অভিভাবিকাদের মিউজিক্যাল চেয়ার ইভেন্ট ছিল চোখে পড়ার মতো।
উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তামিজুদ্দিন মল্লিক, অভিনেতা রবিন দত্ত, স্কুলের কর্ণধার কাজী সেলিমুদ্দিন, প্রাক্তন শিক্ষক শচীন পাল, প্রফেসর ইসরাইল শেখ, প্রধান শিক্ষক বিদ্যুৎ কুমার মন্ডল প্রমুখ।
এদিন খেলা শেষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

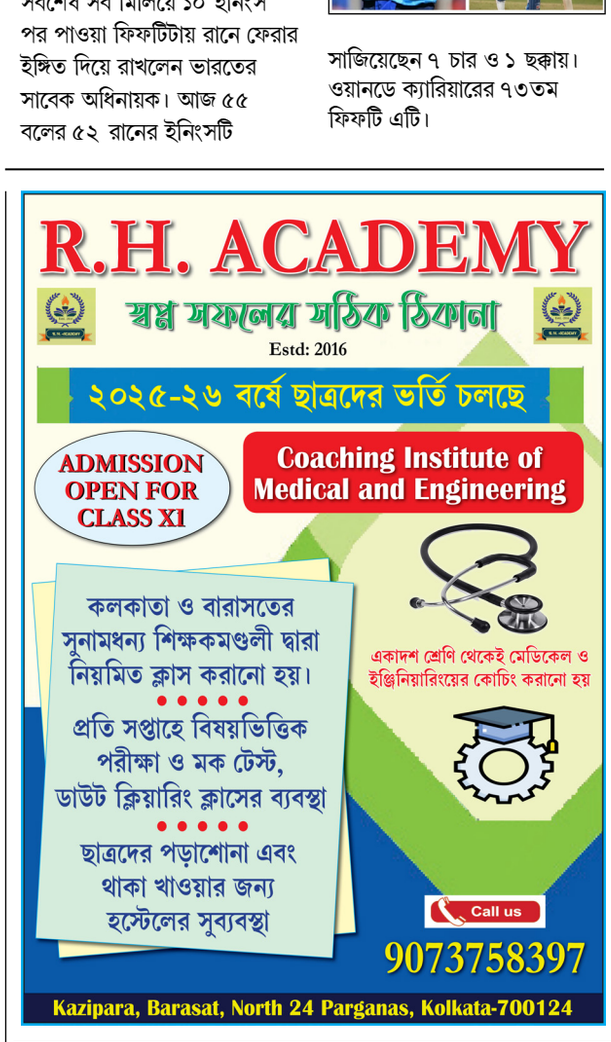

রাইসা মিশনে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক
আপনজন: কালিয়াচকের শেরশাহী মারুপুরে একটি উন্নতমানের বাংলা মাধ্যম নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে খেলাধুলায় স্থান অধিকারী প্রতিযোগিদের ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেসব বিজয়ী ছাত্রছাত্রী তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চলে গানের তালে নৃত্য, গজল, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া, শিক্ষনীয় নাটক পরিদর্শন, দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের তালে নৃত্য ছাড়াও একগুচ্ছ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাইসা মিশন এক নিরিবিলি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যালয়ের অবস্থান শিশুশিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ প্রয়োজনীয় শিক্ষন-সামগ্রীর ব্যবস্থা, আরবী ও উর্দুর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, শিশুদের দোয়া, আবৃতি, অঙ্কন, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও শরীর চর্চার প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং খেলাধুলার মধ্যদিয়ে শারিরীক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটানো ছাড়াও বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে রাইসা মিশনের। মানবকল্যাণ ও শিক্ষার উৎকর্ষে অবিচল রাইসা মিশন ধারাবাহিকভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চলেছে। সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার এই মহান উদ্যোগ সম্প্রতি বিভিন্ন সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

বর্ধমান মডেল মাদ্রাসায় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান
আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান গভর্নমেন্ট মডেল মাদ্রাসা রাজ্যের অন্যতম ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাজ্যকে পথ দেখানো এই মাদ্রাসাটি স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা কুড়িয়েছে।
মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চায়ও এই মাদ্রাসা অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। প্রতিবছরের মতো এবারও বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক উপস্থিত থেকে মাদ্রাসার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর প্রশংসা করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা জনাব আবিদ হোসেন, সংখ্যালঘু দপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা সচিব জনাব ওবাইদুর রহমান, এস এইচ জি অফিসার জনাব সামস তিবরেজ আনসারী , এ আই কুনাল বাবু, পূর্ব বর্ধমান ওয়াকফ অফিসার মাঞ্জারুল ইসলাম খান , মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষাকর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক আলী হোসেন মিদ্দা এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক আদর আলী মল্লিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য মাদ্রাসা কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।
বর্ধমান গভর্নমেন্ট মডেল মাদ্রাসার এই সাফল্যে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা গর্বিত। ভবিষ্যতে এই মাদ্রাসা আরও উচ্চমানের শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করবে, এমনটাই আশা সকলের।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**